দোল উৎসব বসন্তের
এক সোনালী উপহার
পেজ ৪

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ১০ মার্চ ২০২৪ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.3.2024, Vol.17, Issue No. 268, 8 Pages, Price 3.00

বাংলার জন্য একবার ভেবে দেখুন

গত পাঁচ বছরে আমাদের থেকে দিল্লির জমিদাররা ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা কর হিসেবে নিয়ে গেছে।

অথচ আমাদের হকের ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা বাংলায় হারার প্রতিশোধ হিসেবে আটকে রেখেছে।

আপনার কি মনে হয়, এটা ঠিক?

বিজেপির বাংলা-বিরোধী কার্যকলাপের ভিডিওটি দেখতে
আপনার মোবাইল ফোনে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subodh Kumar Saha S/o. Biswanath Saha ও Sushil Kumar Saha S/o. Biswanath Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মোহাম্মেদ ফিরোজ আমেদ মোল্লা পিতা- ঁ আব্দুল জলিল মোল্লা, ১২-১২-২৩ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে মোহামেদ ফিরোজ আমেদ মোল্লা ও ফিরোজ আহমেদ মোল্লা উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম গ্রাম শ্রীনগর মধ্য পাড়া, পোষ্ট বাঙ্গালঝি পি.এস চাপড়া নদীয়া পঃবঃ।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subodh Kumar Saha S/o. Biswanath Saha ঘোষণা করিয়াছি যে আমার দিদি Jamuna Saha D/o. Biswanath Saha & Jamuna Adhikari W/o. Prabhat Adhikari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পরিবর্তন

আমি LIONEL CYRIL HUPPING, পিতা - Late Roger Hupping, মাতা - Anna Hupping, ঠিকানা - 191A, Picnic Garden Road, P.O. - Tiljala, P.S.- Kasba, Kolkata-700039, নোটারি পালিক আলিপুর কোর্ট, কোলকাতা এর Affidavit No. 10, Dated 08.03.2024 LIONEL HUPPING (New Name) LIONEL CYRIL HUPPING (Old Name) একই ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ

করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই মার্চ, ২৬ শেষ ফাল্গুন। রবিবার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল ও বিংশত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা । মৃতের ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জনগর্জন সভার আগে রেলের পরিষেবা বন্ধ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত পোহালেই রাজ্যে শাসক দলের ডাকে কলকাতার ব্রিগেডের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জনগর্জন সভা। যা লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে শাসক দলের নির্বাচনী জনসভা বলেই রাজনৈতিক মহল দাবি করছে। ঠিক এহেন সভার পূর্বে শনি ও রবিবার হাওড়া ও শিয়ালদহ শাখাতে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে তৃণমূল ও গেরুয়া শিবিরের মধ্যে। শাসক দলের পক্ষ থেকে শনিবার বেলাতে অভিযোগ করে হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ও ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিজেপির জনসভা যখন ফ্লপ হচ্ছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে জন গর্জনের যে আওয়াজ হবে তাকে বিজেপি ভয় পাচ্ছে। এর আগেও দিল্লি অভিযানের পূর্বে রেল অগ্রিম বুকিং নিয়েও ট্রেন বাতিল করে দিয়েছিল। এবারেও একইভাবে বিভিন্ন লাইনে ট্রেন বন্ধ রেখে তৃণমূলের কর্মসূচিকে ব্যাহত করার চেষ্টা তারা করছে। যদিও তারা অন্য কোনো উপায়ে সমাবেশে উপস্থিত হয়ে একে ঐতিহাসিক সমাবেশে রূপান্তরিত করবে। বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই দুটো দিনকেই রেল বেছে নিয়েছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য। একইভাবে উত্তরবঙ্গের ট্রেনের অগ্রিম বুকিং রেল বাতিল করেছে। যদিও এইসব করে তৃণমূলকে আটকানো যাবে না। ২০২১ সালের বিধানসভার মতোই বাংলার মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে জবাব দেবেন।'

যদিও শাসক দলের জেলা সভাপতির দাবিকে কার্যত ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় গেরুয়া শিবির। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, 'ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো অনেক বড়। রেল কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেন না। শাসক দলের জেলা সভাপতির জানা উচিত রেল আগে থেকে বিনা ঘোষণাতে কোনো কাজ শুরু করে না। ওনাদের যদি রেলের সাহায্য প্রয়োজন থাকে তাহলে আগে থেকে রেলকে চিঠি দিয়ে জানানোর দরকার ছিল। আসলে এটা শাসক দলের নিজস্ব মানসিকতা, সেটাই উনি বলেছেন। বিজেপি কর্মসূচিতে বাস না দেওয়ার জন্য বাস মালিকদের ধমকানো হয়, কর্মসূচি এলাকার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নিজেরা ঝামেলা সৃষ্টি করে পুলিশকে দিয়ে মিছিলের রুট পরিবর্তন করায়। তাদের মাথাতেই এই ধরণের চিন্তাভাবনা আসবে। এত বড় রাজনৈতিক দল, এত বড় বড় কথা বলার পরে এই দলের যদি সামান্য কয়েকটি ট্রেনের জন্য এই সব কথা বলতে হয়, সেটা খুবই লজ্জার বিষয় বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

এসএসসি নিয়োগ জটিলতার সমাধান খুঁজতে বৈঠক সোমবার

নিজস্ব প্রতিবেদন : এসএসসি নিয়োগ জটিলতার সমাধান সূত্র খুঁজতে সোমবার এসএলএসটি (নবম-দশম) চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। গত শুক্রবার চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে একটি বৈঠক হয় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের। তারপরই চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে দুজন সোমবারের বৈঠকে থাকবেন। সোমবারের বৈঠকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ছাড়াও সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে শিক্ষা সচিব মণীশ জৈন ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের। সোমবারের এই বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে কি না, এখন সেটাই দেখার।

কিছুদিন আগেই এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন কুণাল। কিন্তু এই সব চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি যাতে করে দেওয়া যায় সেই আশ্বাসও দেন তৃণমূল নেতা। পুরো বিষয়টি কথা বলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে থাকার কারণ হিসাবে আদালতে আটকে থাকা মামলাকে দায়ী করেছেন কুণাল। চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর কুণাল জানান, প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীরই চাকরি হয়ে যেত। কিন্তু আদালতে মামলা করে দেওয়ার জন্যই চাকরি আটকে গিয়েছে।

বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব ফেলছে লক্ষ্মীর ভান্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব ফেলছে রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প। এপ্রিল মাস থেকে শুধুমাত্র এই লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য বছরে রাজ্য সরকারের খরচ হতে চলেছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। যা বাজার অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্যের ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী এপ্রিম মাস থেকে বাড়তে চলেছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা। এখন সাধারণ ঘরের মহিলারা পান মাসে ৫০০ টাকা করে বছরে ৬০০০ টাকা। সেটাই এপ্রিল মাস থেকে বেড়ে হতে চলেছে মাসে ১০০০ টাকা করে বছরে ১২০০০ টাকা। তপসিলি জাতি ও উপজাতির মহিলারা এখন পান মাসে ১০০০ টাকা করে বছরে ১২০০০টাকা। সেটাই এপ্রিল মাস থেকে বেড়ে মাসে ১২০০ টাকা করে বছরে ১৪৪০০ টাকা হতে চলেছে। এখন রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডারে উপভোক্তার সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি। এপ্রিল মাস থেকে বর্ধিত হারে টাকা প্রদানের বিজ্ঞপ্তিও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। আর এই এপ্রিল মাস থেকেই বছরে লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য রাজ্য সরকারের খরচ হতে চলেছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। দেশের আর কোন সরকার বছরে ২ কোটিরও বেশি মহিলাদের জন্য এত বেশি পরিমাণ খরচ করে? বলতে পারবেন বিজেপির নেতারা? বলতে পারবেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা? বলতে পারবেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা? এই কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই করে দেখাতে পারে। গল্প এখানেই শেষ নয়, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য রাজ্য বাজেটে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে রাজ্যের মহিলাদের উন্নয়নের জন্য। লক্ষ্মীর ভান্ডারের পাশাপাশি কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, জয় জোহর প্রভৃতির মাধ্যমে সেই টাকা খরচ করা হবে সারা বছর ধরে। অর্থনীতিবিদদের দাবি, লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতোই এই ১ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি বাংলার বাজারেই চলে আসবে। সেখান থেকে কর হিসাবে কিছুটা ফিরবে নবান্নের কোষাগারে, আর কিছুটা যাবে দিল্লির দরবারে। আর এই ১ লক্ষ কোটি তাকার বিনিয়োগে চাঙ্গা হবে বাংলার বাজার। প্রধানমন্ত্রী কী এইসবের হিসাব রাখেন। তিনি তো এমনভাবে সিলিন্ডারের দাম কমালেন যেন দেখে মনে হচ্ছে দেশের মহিলাদের তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভিক্ষা দিচ্ছেন। মাত্র ১০০ টাকা করে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিনিয়োগ বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা।

জল্পনা উড়িয়ে একা লড়ার কথা জানিয়ে দিলেন মায়াবতী

লখনউ, ৯ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দল যে একা লড়বে তা আগেই ঘোষণা করেছিলেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির (বিএসপি) নেত্রী মায়াবতী। তবে তার পরও জাতীয় রাজনীতির অন্দরে মায়াবতীকে নিয়ে জল্পনা ছিলই। রাজনৈতিক মহলের অনেকেই দাবি করেছিলেন শেষ পর্যন্ত বিএসপি জোট সঙ্গী হয়েই ভোটে লড়বে। শনিবার সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন মায়াবতী। তিনি স্পষ্ট করেন, 'জোটের সঙ্গে বিএসপির হাত মেলানোর খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং ভুয়ো।'

উত্তরপ্রদেশে বিজেপির মোকাবিলায় অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টির (এসপি) সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কংগ্রেস। তবে 'জোট' নিয়ে কম টানাপড়েন হয়নি দু'দলের মধ্যে। আসন রফা করতে একাধিক বৈঠক হয় দু'দলের নেতৃত্বের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এবং এসপি-র মধ্যে আসন রফা চূড়ান্ত হয়। সেখানে দেখা যায়, বিএসপি-র জন্য কোনও জায়গায়ই রাখেনি কংগ্রেস এবং এসপি। তখনই বোঝা গিয়েছিল, জোটের সঙ্গে থাকছেন না মায়াবতী।

শনিবার আরও এক বার জোট জল্পনা ওড়ালেন বিএসপি সুপ্রিমো। তিনি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বলেছেন, 'লোকসভা ভোটের জন্য বিএসপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পূর্ণ শক্তি দিয়ে লড়াই করবে। এ হেন পরিস্থিতিতে, কোনও নির্বাচনী জোট বা তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করার খবর পুরো ভুল।' তিনি আরও লেখেন, 'উত্তরপ্রদেশে বিএসপি প্রবল শক্তি নিয়ে একা লড়ার কারণে বিরোধীরা ভয় পেয়েছে। সেই জন্যই তারা প্রতি দিন কোনও না কোনও গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা চেষ্টা করছে। কিন্তু বহুজন সম্প্রদায়ের স্বার্থে, বিএসপি একা লড়ার সিদ্ধান্তে অটল।'

উল্লেখ্য, বহু রাজনৈতিক নেতাই বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'তে মায়াবতীকে যুক্ত করানোর চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের দায়িত্বে থাকা নেতা অবিনাশ পান্ডে গত মাসেই জানিয়েছিলেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে 'ঐক্যবদ্ধ' লড়াইয়ের জন্য 'ইন্ডিয়া'তে বিএসপি-র জন্য দরজা খোলা রয়েছে। কিন্তু মায়াবতী সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। একাধিক বার তিনি দাবি করেছেন যে, তিনি কোনও জোটের সঙ্গে নেই। শনিবার আরও এক বার নিজের এবং তাঁর দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

গাজায় ত্রাণের প্যাকেট মাথায় পড়ে মৃত কমপক্ষে ৫, জখম ১০

গাজা সিটি, ৯ মার্চ: একাধারে যুদ্ধের গর্জন, অন্যদিকে খিদের জ্বালা। একমুঠো খাবার ও পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছে গাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ। আর এই ত্রাণের নীচেই চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অন্তত পাঁচ জনের। প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে আকাশপথে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাচ্ছে আমেরিকা-সহ বিশ্বের বহু দেশ। এমনই এক ত্রাণ অভিযানের সময় এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন গাজার অন্তত ৫ বাসিন্দা। আহত কমপক্ষে ১০।

উল্লেখ্য, অবরুদ্ধ গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া সহজ নয়। ইজরায়েলি সেনা সড়কপথ বন্ধ করে রেখেছে। সাগরেও টহল দিচ্ছে ইজরায়েলের রণতরী। মিশর ও গাজার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র পথ রাফা বর্ডার ক্রসিং দিয়েও ত্রাণ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই আকাশপথে ত্রাণ বিলি ছাড়া অন্য পথ নেই। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় বলে বারবার বলছে রাষ্ট্রসংঘ।

সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে খবর, শুক্রবার উত্তর গাজায় আকাশপথে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছিল। বিমান থেকে প্যারাশুটে করে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ফেলা হচ্ছিল একের পর এক খাবারের প্যাকেট। তখনই ঘটে যায় বিপর্যয়। প্যারাশুট না খোলায় একটি বড় মাপের খাবারের প্যাকেট রকেটের গতিতে আছড়ে পড়ে আল শাতি শরণার্থী শিবিরের একটি বাড়িতে।

এই ঘটনায় প্রাণ হারান অন্তত পাঁচজন। আহত হন কমপক্ষে ১০। তাঁদের গাজা সিটির আস শিফা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহম্মদ আল-ঘাউল নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী এএফপিকে বলেন, 'বিমান থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলা হচ্ছিল। তা দেখে আমি আর আমার ভাই একটু আটা পাওয়ার আশার সেদিকে যাচ্ছিলাম। তখনই দেখলাম একটি প্যাকেটের প্যারাশুট খোলেনি আর রকেটের গতিতে সেটি আছড়ে পড়ে একটি বাড়ির ছাদে।'

স্বনির্ভর নারীদের নিয়ে বসন্ত উৎসব শোভাবাজার রাজবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শোভাবাজার: নারী দিবস উপলক্ষ্যে স্বনির্ভর নারীদের নিয়ে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুত্রবধূ সুস্মিতা দেব বৌরানির উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী বসন্ত উৎসব শুরু হল শোভাবাজার রাজবাড়ির গোপীনাথ বাড়িতে। স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীদের নিয়ে প্রদর্শনী প্রতিদিন দুপুর ৩টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। এছাড়া বিকেল ৫টা থেকে থাকবে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বসন্ত উৎসবের প্রথম দিনেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহীয়সী নারীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠিত হয় 'মেয়েলি কাজ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা।

আলোচনায় অংশ নেন সংগীতশিল্পী ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, প্রথম মহিলা পর্বতারোহী দিপালী সিনহা, চিত্রনাট্যকার দীপান্বিতা ঘোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শর্মিষ্ঠা দাস, পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ও সাংবাদিক মহুয়া সাঁতরা। বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় কাঁথাশিল্পী পদ্মশ্রী প্রীতিকণা গোস্বামীকে।

বৌরানি সুস্মিতা দেব জানান, ১০ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই বসন্ত উৎসব ও স্বনির্ভর নারীদের হাতে তৈরি নানা হস্তশিল্পের প্রদর্শনী। সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করতে এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান। ১৬ই মার্চ বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী মনোজ মুরলী নায়ার ও ডাকঘর-এর অনুষ্ঠান দিয়ে বসন্ত উৎসবের সমাপ্তি।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দোল উৎসব বসন্তের এক সোনালী উপহার

ধরমশালায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইনিংসে জিতল ভারত ৮

কলকাতা ১০ মার্চ ২০২৪ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.3.2024, Vol.17, Issue No. 268, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

পদত্যাগ জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ: আচমকাই পদত্যাগ করলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল। ২০২৭ পর্যন্ত তাঁর কার্যকাল থাকলেও লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার ঠিক আগেই তাঁর এই আচমকা পদত্যাগের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এখন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার হিসেবে একাই রয়ে গেলেন আরেক নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতির কাছে তার পাঠানো পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।

রামনবমীতে ছুটি ঘোষণা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই প্রথম রামনবমীতে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শনিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। আগামী ১৭ এপ্রিল রামনবমী। ওই দিন জরুরি পরিষেবা বাদ দিয়ে রাজ্য সরকারি এবং সরকার পোষিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে। এনআই অ্যাক্টের অধীনে এই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলেই মনে করছেন অনেকে। বস্তুত, গত কয়েক বছর ধরেই রামনবমীকে কেন্দ্রে করে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উত্তজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। গত বছরও রিষড়া এবং হাওড়ায় হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। তার জেরে আদালতের নির্দেশে হনুমান জয়ন্তীতে বেশ কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

সন্দেশখালিতে আজ সভা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার তৃণমূলের জনগর্জন সভার দিনেই জলপাইগুড়ি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বড় সভা করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নিয়ে ১০ দিনে ৪ বার এলেন বাংলা। এর আগে সভা করেছেন আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, বারাসাতে। এদিকে আবার রবিবারই সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের উপর নতুন করে চাপ বাড়াতে বড় সভা করতে চলেছে পদ্ম শিবির। 'সন্দেশখালি চলো'র ডাক দেওয়া হয়েছে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে। সন্দেশখালি ন্যাজাট থানার দক্ষিণ আখড়াতলায় দুপুর ১২ টায় সভা। প্রধান বক্তা হিসাবে থাকছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

বিজেপির সভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু

নাগপুর, ৯ মার্চ: নাগপুরে বিজেপির সভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শনিবার নির্মাণকর্মীদের জন্য বিনামূল্যে নানা জিনিস বিলি হচ্ছিল। ওই সামগ্রী পেতে ভিড় বাড়তে থাকে। একটা সময় সভাস্থলে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তখনই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার।

উত্তরবঙ্গের সমস্ত বুথেই পদ্মফুল ফোটানোর আশ্বাস চাইলেন মোদি

দুর্নীতি ইস্যুতে ফের বিঁধলেন তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দক্ষিণবঙ্গের পর এবার উত্তরবঙ্গে নজর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। মাত্র ৯ দিনে চার সভা করেছেন তিনি। শনিবার তাঁর সভা ছিল বিজেপির 'শক্তঘাঁটি' চাবলয়ে। সম্প্রতি অন্তর্কলহ, তৃণমূলের লাগাতার প্রচার, প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের জেরে উত্তরের জেলাগুলিতে বিজেপির ভিত কিছুটা হলেও টলমল। সেই জনসমর্থন ফিরিয়ে আনতে চাবলয়ের চা-আবেগকে উস্কে দিলেন মোদি। একইসঙ্গে বাংলায় ভাষণ শুরু করে চমক দিলেন তিনি। শিলিগুড়ির কাওয়াখালির রাজনৈতিক সভা মঞ্চে শুরুতেই বাংলায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'আমার মা- দাদা- দিদি- ভাই-বোনেদের আমার নমস্কার।' শুধু বাংলা নয়, উপস্থিত জনতাকে নমস্কার জানালেন নেপালি ভাষাতেও। বললেন, 'চা শ্রমিকদের চাওয়ালার নমস্কার।' এছাড়াও উত্তরবঙ্গের সব বুথে পদ্ম ফোটানোর আশ্বাসও শিলিগুড়ির সভা থেকে চাইলেন তিনি।

পাশাপাশি, চলতি মাসে চতুর্থবার বঙ্গে ভোটপ্রচারে এসে ফের তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অস্ত্রে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শিলিগুড়ির কাওয়াখালির সভা থেকে তাঁর তোপ, 'বিনামূল্যে দেশবাসীকে রেশন দিচ্ছে কেন্দ্র। অথচ এই বঙ্গে রেশন দুর্নীতিতেই জেলে খাদ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সরকার গরিব বিরোধী। তাই রেশন নিয়েও এখানে দুর্নীতি হয়েছে।'

শনিবার অসম এবং অরুণাচল সফর সেরে শিলিগুড়ি পৌঁছতে কিছুটা দেরি হয় মোদির। এর পরে সরকারি কর্মসূচির আগে ১২ কিলোমিটার রোড শো হয় শিলিগুড়ি শহরে। মোদি পরে বলেন, ওই রোড শোয়ের তেমন কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। ঠিক ছিল, বিমানবন্দরে নেমে তিনি সড়কপথে কাওয়াখালিতে কর্মসূচির মঞ্চে আসবেন। কিন্তু রাস্তার পাশে মানুষের উৎসাহ দেখে তিনিই চালককে বলেন, ধীরে গাড়ি চালাতে।

এমনিতেই বাংলায় তৃণমূল বিরোধী আক্রমণ শানাতে বার বার 'দুর্নীতি' অস্ত্র তুলে নিয়েছে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এবার শিলিগুড়িতে মোদির সভায় ফের সেই প্রসঙ্গই উঠে এল। আর এসব অস্ত্রে ভর দিয়েই চব্বিশের লোকসভা ভোটে বঙ্গে পদ্মের প্রভাব আরও বিস্তার করতে চায় বিজেপি। এদিনের সভা থেকে মোদির বক্তব্য, করোনা কালে দেশের দরিদ্র মানুষজনের জন্য বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ঘোষণা করে কেন্দ্র। তার মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে। কিন্তু বাংলায় সেই বিনামূল্যের রেশন নিয়েও দুর্নীতির পরিমাণ এতটাই যে খোদ মন্ত্রীরাই কারাবন্দি। শুধু রেশনই নয়, শিক্ষা-সহ নানা দুর্নীতিতেই তৃণমূল বুঝিয়েছে, তারা গরিব বিরোধী। মোদির আরও অভিযোগ, সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আসে বাংলায়, কিন্তু তা 'তোলাবাজ'দের পকেটে ঢোকে। অথচ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব। এসব ঘটনা বাংলার গরিমা খর্ব করেছে বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর।

এদিনের মঞ্চ থেকে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যার মধ্যে রেলের নতুন ঘোষণা রয়েছে। এ ছাড়াও সড়ক মন্ত্রকের নতুন প্রকল্পও রয়েছে। এ ভাবেই প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার আলাদা আলাদা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। রেল এবং সড়কপথের উন্নয়ন সংক্রান্ত মোট সাড়ে চার হাজার কোটির কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘোষণা করেন মোদি। রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ সংক্রান্ত উত্তর বঙ্গের প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে একলাখি; বালুরঘাট বিভাগ, বারসোই; রাধিকাপুর বিভাগ, রানিনগর জলপাইগুড়ি; হলদিবাড়ি বিভাগ, শিলিগুড়ি; আলুয়াবাড়ি বিভাগ ভায়া বাগডোগরা, শিলিগুড়ি; সেবক; আলিপুরদুয়ার জংশন; সামুকতলা।

'নো ভোট টু তৃণমূল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনীতিতে যোগ দিয়েই বড় মঞ্চে বক্তব্য রাখার সুযোগ। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা করে দিলেন। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বক্তব্য, '২০২৪ সালে বাংলার বুক থেকে দুবৃত্তদের দল তৃণমূলকে একটাও ভোট নয়। নো ভোট টু তৃণমূল। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে পশ্চিমবাংলায় তারা আর থাকতে পারবে না। এই ভোট থেকেই বুঝিয়ে দিয়ে হবে ২০২৬ সালে তাদের বিদায় আসন্ন।' প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করার অনেক আগেই শিলিগুড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি তথা নবীন বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে স্বাগত জানিয়ে অভিজিৎকে মঞ্চে নিয়ে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। নরেন্দ্র মোদি মঞ্চে আসার

আগে রাজ্য বিজেপির অন্যান্য নেতার মতো তিনিও কিছুক্ষণ বক্তৃতা করার সুযোগ পান। তবে অভিজিতের আসল অপেক্ষা ছিল মোদির জন্য। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাপূরণ হয়েছে তাঁর। কাছাকাছি বসার সুযোগও পেয়েছেন। মোদির বাড়ানো হাত নিজের দু'হাতে ধরে নিজের কপালে ছুঁইয়েছেন। আর একেবারে সভার শেষে মোদির কাছ থেকে সাহসের শংসাপত্রও পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী মোদির সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে তৃণমূল বিরোধী লড়াইয়ের জোরদার বার্তা দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আগেও তিনি তৃণমূলকে 'চোর', 'দুবৃত্ত', 'দুর্নীতিগ্রস্ত', 'যাত্রাপার্টি' এসব বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। আর শিলিগুড়ির সভা থেকেও সেই একই বার্তা দিয়ে তিনি স্লোগান তুললেন, 'নো ভোট টু তৃণমূল'। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল ভিতর থেকে ভাঙতে শুরু করেছে বলে জানতে পারছি। আমাদের তৃণমূলকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে দিতে হবে। এই চব্বিশের ভোট থেকেই ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে আর ওরা কিছু করতে পারবে না। দাঁড়াতেই পারবে না। এই দুর্বৃত্তদের দলের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সবাই জেলে। একটা ভোটও দেবেন না তৃণমূলকে। এই শপথ নিতে হবে আপনাদের।'

'জনগর্জন সভা'র জন্য আজ প্রস্তুত ব্রিগেড

ম্যাপ হাতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পরখ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগের বিকেলে ব্রিগেডে পৌঁছে প্রস্তুতির শেষপর্ব পরখ করে নিলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে ম্যাপ নিয়ে মঞ্চের সব দিক, জমায়েতের জায়গা; সবটাই বুঝে নিলেন নিজের মতো করে। গত বৃহস্পতিবার ব্রিগেডে একবার গিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু তখন কেবল কাঠামো তৈরি হয়েছিল। তার পর গত ৪৮ ঘণ্টায় ধাপে ধাপে প্রায় সবই হয়ে গিয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪টে নাগাদ ব্রিগেডের মঞ্চে পৌঁছন অভিষেক। দেখা যায় তাঁর আশপাশে ভিড় করে ছিলেন ছাত্র-যুব নেতানেত্রীরা। কলকাতার কাউন্সিলর বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অভিষেকের কাকা তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসেরাও ছিলেন অভিষেকের পাশে। আরামবাগের বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকেও দেখা গিয়েছে মঞ্চে।

রবিবার তৃণমূলের ব্রিগেডের সমাবেশের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'জনগর্জন সভা'। সেই সভায় অনেক কিছুই নতুন থাকছে। মঞ্চ থেকে লম্বা র‍্যাম্পে হেঁটে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন মমতা, অভিষেক। শনিবার সেই র‍্যাম্পেও নিজে হেঁটে দেখেন অভিষেক। তার পর কর্ডলেস মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে আওয়াজ পরীক্ষা করেন। মাঠে জড়ো হওয়া সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'জয় বাংলা! কাল দেখা হবে সকলের সঙ্গে।'

প্রসঙ্গত, ব্রিগেডের সভার স্লোগানও স্থির করে ফেলেছে তৃণমূল। মূল মঞ্চের পটভূমিতে থাকছে বিশাল 'এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড'। এমন তিনটি বোর্ডের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তার নীচে লেখা হয়েছে, 'জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন; তৃণমূলই করবে অধিকার অর্জন'। মোট তিনটি মঞ্চ গড়া হয়েছে ব্রিগেডে। বড় মঞ্চের দুপাশে রয়েছে তুলনামূলক ছোট দু'টি মঞ্চ। সামনে আরও দু'টি ছোট মঞ্চ রয়েছে। যেখানে সভার শুরুতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বলে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে। ব্রিগেড জুড়ে রাখা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার লাউডস্পিকার।

সন্দেশখালি নিয়ে বিরোধীরা যখন তাদের প্রচার তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছে, তখনই আচমকা ১০ মার্চের জন্য এই ব্রিগেড সমাবেশের কথা ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক। তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ, সমাবেশের প্রস্তুতির জন্য মাত্রই ১৫ দিন সময় পেয়েছে তৃণমূল।

উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং দূরবর্তী জেলা থেকে তৃণমূলের যে কর্মী-সমর্থকেরা কলকাতায় এসেছেন , তাঁদের মোট পাঁচটি জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েথে। নিউ টাউনের ইকো পার্ক, কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, আলিপুরের মুক্তাঙ্গন উত্তীর্ণ, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম এবং হাওড়ায় একটি জায়গায় তৃণমূলের সমর্থকরা রয়েছেন। সূত্রের খবর, প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিল স্টেডিয়াম। শনিবার দুপুরের তাঁদের জন্য মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, ফুলকপি আলুর তরকারি এবং ডিমের ঝোল। অন্যদিকে, তৃণমূল শিবির সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে যে সকল তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কলকাতায় এসে পৌঁছছেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিউটাউনের ইকোপার্কে। পার্কের এক নম্বর গেটে কর্মীদের থাকা এবং খাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা হ্যাঙার তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা এসেছেন। গত তিন দিনে সে সব জায়গার পরিকাঠামো ঘুরে দেখে এসেছিলেন অভিষেক। শনিবার হাওড়া ছাড়া বাকি সব জায়গায় গিয়ে জেলা থেকে আগত কর্মী-সমর্থকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে আসেন অভিষেক। মঞ্চ থেকে নেমে স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শেখ শাহজাহানের মোবাইলের খোঁজে হন্যে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহানকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে সিবিআই। নিজাম প্যালেসে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাঁকে। সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ার বাড়ি, শাহজাহান মার্কেট, অফিসে দফায় দফায় তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। ইতিমধ্যে কললিস্টও হাতে পেয়েছেন আধিকারিকরা। তবে খোঁজ নেই শাহজাহানের মোবাইলের। তদন্তকারীরা হন্যে হয়ে খুঁজছে সেটি। সূত্রের খবর, মোবাইলের কথা ক্রমাগত গোপন করে চলেছেন সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা। কী কারণে এত রহস্য, মাথাচাড়া দিচ্ছে সে প্রশ্ন। গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জীপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। বার বার ইডি শাহজাহানের দুটি ফোন নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটি নম্বরে ফোন ধরেন তৎকালীন তৃণমূল নেতা। ইডির কথা শুনে ফোন কেটে দেন। মুহূর্তের মধ্যে ওই এলাকায় লোকজন জড়ো হয়ে যায়। ইডি আধিকারিকদের বেধড়ক মারধর করা হয়। ৫৫ দিন পর গ্রেপ্তার হন শাহজাহান। আইনি টানাপোড়েনের পর গত ৬ মার্চ শাহজাহানকে নিজেদের হেপাজতে পায় সিবিআই। ইডির উপর হামলা সংক্রান্ত নথিপত্র হস্তান্তর করেছে পুলিশ। সিবিআইয়ের হাতে আসেনি মোবাইল। যদিও শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, শাহজাহান আইফোন থ্রি ব্যবহার করতেন। কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কাছে ওই মোবাইলটি হস্তান্তর করেছেন সন্দেশখালির সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা। তবে বর্তমানে মোবাইলটি পুলিশের কাছে রয়েছে নাকি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। ইডি গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহানের দুটি মোবাইল নম্বরে ফোন করেছিল। সিবিআইয়ের অনুমান, একাধিক মোবাইল ব্যবহার করতেন শাহজাহান। কললিস্ট হাতে পাওয়া গিয়েছে ঠিকই। তবে মোবাইল হাতে না পাওয়া গেলে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট কিংবা মেসেজ পুনরুদ্ধার করা কার্যত অসম্ভব। তাই মোবাইল উদ্ধারই এখন প্রধান লক্ষ্য আধিকারিকদের। মোবাইল কোথায় গেল, তা-ই যেন এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। সূত্রের খবর, মোবাইলের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে মুখ খুলছেন না শাহজাহানও।

দল ছাড়লেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি সাংসদ কুনার হেমব্রম

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই দেখে দল ছাড়লেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি সাংসদ। লোকসভা ভোটের প্রচারে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখন শুরু করেছে বিজেপি। ঠিক সেই সময়ই ঝাড়গ্রামের বিজেপি সাংসদ কুনার হেমব্রম। দল ছাড়ায় জেলার রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ইতি মধ্যেই দলের জেলা সভাপতি তুফান মাহাতোর কাছে দলের দৈনন্দিন কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন। সাংসদ কুনার হেমব্রমের অব্যাহতি চেয়ে পাঠানো এই চিঠি ঘিরে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রার্থী পদ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যেমন গুঞ্জন শুরু হয়েছে তেমনই জেলা বিজেপির অন্দরে বিভাজনের রাজনীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। রাজ্যের ২০ টি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হলেও জঙ্গলমহলের গতবারের জেতা দুটি আসন মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। যা নিয়ে রাজ্য বিজেপির অন্দরেই জল্পনা শুরু হয়। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে এবার কুনার হেমব্রম এবার টিকিট পাচ্ছে না বলে দলের মধ্যেই জোর চর্চা চলতে থাকে। তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে দলের কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি চেয়ে জেলা সভাপতির কাছে পাঠানো গতবারের বিজয়ী সংসদ কুনার হেমব্রমের চিঠিতে। যে চিঠিকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে বিভাজন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কোনও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি। তার আগেই বিজেপির অন্দরে ভাঙন দেখা দিয়েছে।

জঙ্গল সাফারি...

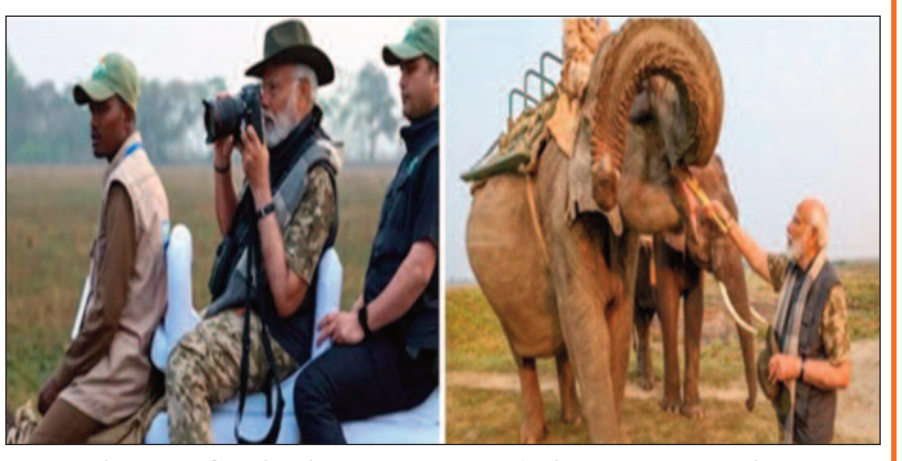

জঙ্গল সাফারিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি। শনিবার ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট অসমের কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক ও টাইগার রিজার্ভ সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জংলি প্রিন্টের জামা, মাথায় টুপি ও ক্যামেরা হাতে সম্পূর্ণ অন্য রূপে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। হাতির পিঠেও চাপতেও দেখা যায় তাঁকে। হাতিকে আখ খাওয়াতেও দেখা যায় তাঁকে।

১৫ মার্চ শুরু গঙ্গার নীচে মেট্রো সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৬ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছিল হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গ্রিন লাইন মেট্রোর। তবে এরপর থেকে চলছিল প্রতীক্ষা। গঙ্গার নিচে কবে মেট্রো সফর করতে পারবেন সাধারণ জনগণ, সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল সকলের মনেই। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল এই মাস থেকেই শুরু হতে পারে পরিষেবা। তবে দিনক্ষণ জানানো হয়নি। অবশেষে জানা গেল ১৫ মার্চ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে গঙ্গার নিচের মেট্রোর দরজা।

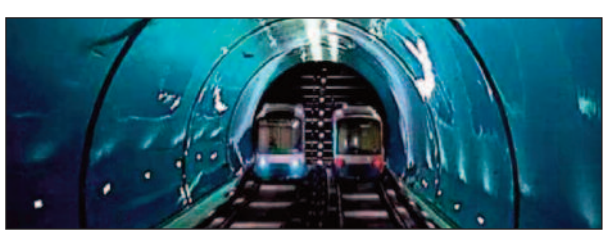

বিস্তারিত শহরের পাতায়

সম্পাদকীয়

সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লবের পর আমরা কি কৃষ্ণ বিপ্লবের সাক্ষী থাকবো?

গত বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলা তথা ভারত জুড়ে কুসংস্কার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিভিন্ন ভাবে শিক্ষার অঙ্গনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অবিজ্ঞান ও কুযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে তুলে নিয়ে আসার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় নামকরা নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও জ্ঞানত বা অজ্ঞানত শামিল হয়ে পড়ছেন। এবং এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই আমাদের মতো মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগে পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট করা তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলী মনোহর জোশীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে জ্যোতিষ শাস্ত্র অন্তর্ভুক্তির চেষ্টাকে স্মরণ করা যায়। কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতা গোমূত্রকে ক্যানসারের ওষুধ এবং করোনার প্রতিষেধক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কেউ গরুর দুধে সোনা খুঁজে পাচ্ছেন, আবার কেউ পৌরাণিক কাহিনিতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাল্পনিক প্রমাণ দেখতে পাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে গণেশের মাথায় হাতির মাথা বসানোকে প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও হয়েছে। এমন সব উক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যুক্তি-বুদ্ধি সম্পর্কে নিঃসন্দেহে প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। বিজ্ঞান শিক্ষা এবং তার ফলস্বরূপ যে যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা এক সময় বাংলা তথা ভারতীয় শিক্ষিত সমাজকে এক উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তুলেছিল, সেই অবস্থা বর্তমানে অতি ক্ষীণ, বা বলা যায় প্রায় বিলুপ্ত। অতি সুকৌশলে অপবিজ্ঞানকে ছাত্রসমাজের কাছে শিক্ষার পরিধির মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের কাছে টেলিভিশন সিরিয়াল বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বার বার তুলে ধরা হচ্ছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, গত কয়েক বছর ধরে সারা দেশ জুড়েই ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ধর্মের হাত ধরে কুসংস্কার জাঁকিয়ে বসেছে। যার ফলে পৌরাণিক কাহিনিতে বা লোকায়ত ব্রত কথার মধ্যে যে কুসংস্কার রয়েছে তারও স্ফুরণ ঘটেছে। এর আগে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি তার দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্যে কখনওই ধর্মকে মনুষ্যত্বের উপর স্থান দেয়নি, এবং গুরুগম্ভীর ভাবে ধর্মচর্চা করেনি। ধর্ম ও ধর্মীয় প্রথাকে হালকা চালে নেওয়াই আমাদের ঐতিহ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রাজশেখর বসুর অনেক লেখাই উদাহরণ হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে। দেবতাদের ঘরের ছেলে করে নিজের মতো সাজিয়ে নিতেই আমরা যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। যে গতিতে এবং যে পরিমাণে আমাদের দেশে বর্তমানে কুসংস্কারের বৃদ্ধি লাভ হচ্ছে এবং দেশ ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, মনে হয় খুব শীঘ্রই আমরা সবুজ বিপ্লব ও শ্বেত বিপ্লবের পরে কৃষ্ণ বিপ্লবেরও সাক্ষী থাকব।

আনন্দকথা

যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।

''সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় — এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না — এর নাম বিচার, বুঝেছ?''

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

মাধবরাও সিন্ধিয়া

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাধবরাও সিন্ধিয়ার জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পদ্মা খান্নার জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ওমর আবদুল্লার জন্মদিন।*

ভালো জায়গাটা আজ আর কোথায়!

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

সত্যি, ভালো জায়গাটা প্রায় হারিয়ে গেছে। সব ক্ষেত্রে। আমরা যদি একেবারে ছোটবেলা থেকে ভাবি তাহলেই দেখবো ভালো জায়গায় অবসান হয়েছে খুব দ্রুত। ধরা যাক আপনার বাড়ির পরিবেশ খুব ভালো। আরো ধরা যাক আপনার শিশুর স্কুলের ও পরিবেশ খুব ভালো। বাট তা আর কতক্ষন! এটা দিয়েই শিশুকে সব সময় আগলে রাখা যাবে না। একটা সময় পর্যন্ত স্কুল- বাড়ি রাখা সম্ভব কিন্তু তারপর! তারপর আপনাকে কিন্তু বাইরের পরিবেশে আপনার শিশুকে ছাড়তেই হবে। আর এটা ভাবার কোনো কারন নেই যে সেটা সব সময় আপনার অনুগত বা পছন্দ মত হবে। আপনি সেটাকে আর আগলে রাখতে পারবেন না। আর তা সম্ভবও নয়। তাহলে কি করা যাবে? উত্তরে বলে গৃহের শিক্ষাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যে গৃহের মন্দের ধারণা যেনো তার মধ্যে প্রপার হয়। মানে গৃহের শিক্ষা যেন হার মানায় বাইরের কু'শিক্ষা কে। কিন্তু মুস্কিল হলো এটা বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর দেখা যায় না। আবার দেখা যায় সব বাড়ি বা সব স্কুলের পরিবেশও ঠিকঠাক নয়। মানে একজন সচেতন মানুষ যেমন করে চান। তবে তার উপায়? উপায় হলো প্রথমে অভিভাবকদের নিজেদের মধ্যে ভালো মন্দের স্পষ্টত ধারনা তৈরি করতে হবে। মানে বলছি একজন ভালো সন্তান তৈরি করতে অভিভাবকদের যতেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। কোন ভাবেই তাদের হালকা বা গা ছাড়া মনোভাব দিলে চলবে না। আর এটা প্রতিটি পরিবারকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

শিশু একটু বড় হলে আপনার সচেতনতা আরো বাড়াতে হবে। কারণ বাইরের ঝলক তাকে প্রভাবিত করবে। করবেই। আর এখন শিশু থেকে বাচ্চা হলেই নানা রঙিন দুনিয়া খুলে গেছে তার কাছে। তার বায়না অনেক ,তার রকম অনেক ,তার লোভ অনেক ,তার হিংসা অনেক। ও পারলে আমিও পারবো সেই ধারনা নেই। ওর আছে তো আমার কেন নেই। সুতরাং আমাকে তোমার দিতেই হবে। নাও শুরু হয়ে গেলো গন্ডগোল। আবার মা বাবার মধ্যে দু'জনেই কে সম বুঝদার তো হয় না। দেখা গেছে আণ্ড পিছু আছেই। মায়েরা একটু বেশি সন্তান স্নেহে অনেক সময় ঠিকঠাক ডিসিশন নিতে পারে না । আবার কম ক্ষেত্রেও হলেও উল্টোটাও হয়। আর যার প্রভাব পড়ে সন্তানদের মধ্যে। এখন আপনি কি করে সামলাবেন তা আপনার চয়েস। তবে এক্ষেত্রে বলবো দেখতে হবে আপনার কোনো সিদ্ধান্ত যেনো সন্তানের কোনো ক্ষতি না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ জানবেন বাইরের পরিবেশটা মোটেই ভালো নয়। কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। ওর ওটা আছে তো আমাকেও ওটা পেতে হবে — এই ধারণাই শেষ হয়ে গেলো গোটা সমাজ। দেখা গেছে আপনার কোনো ভালো আপনার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও চাইছে না। এমন আমাদের বাইরের পরিবেশ!

ধরা যাক আপনার সন্তান আরো বড় হলো। এবার কিন্তু আরো সাবধান আপনাকে হতেই হবে। আবার এও দেখা যাবে আপনার হাজার সতর্কতাও কোনো কাজে দেবে না। কারণ এই বয়স এবং এই সমাজ। নানা পরিবেশে মানে নানা আর্থিক নিরাপত্তায় সন্তান বড় হয় ফলে এক এক জনের পরিবেশ এক এক রকম। সমস্যা হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের। সমস্যা হলো তার আর্থিক পরিকাঠামোই। তার চাহিদা পূরণ হয় না। মানে সাইকেল বাইকের ফারাক। মানে সেলুন পার্লারের ফারাক। মানে বাজার শপিংমলের ফারাক। এরকম হাজার ফারাক থাকতে থাকতে রোজগেরে মানুষটি একেবারে দিশেহারা। সে প্রায় পারে না, তাও সে কোনমতে হারে না। এটাই আমাদের সমাজ। সব মন সব কিছু তো আর বোঝে না। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা দেখানোতে ব্যস্ত। দেখা গেছে তাই বাংলা থেকে ইংরেজি মাধ্যমের চাহিদা বেশি। জানে সরি মানে খরচ বেশি তাও ভিড় বেশি। কারণ এক অদম্য ইচ্ছা। কোনও কারণ ছাড়া এক অনন্য তৃপ্তি যেনো মানুষের মধ্যে। এক অত্যাধিক বাসনা যেনো মানুষের মধ্যে। মানে বলছি ভালো জায়গাটা আসলে কোথায়! আমরা জানি না আমরা মধ্যবিত্তরা কিভাবে জীবন সামলাবো! কারণ চাহিদার সঙ্গে যোগানের আজ আর সামঞ্জস্য নেই। হিমশিম খাচ্ছে গোটা সমাজ কারণ লড়াই সবার। যার আছে আরোও। তাই সামলানো সর্বদা কঠিন।

ধরা যাক আপনার সন্তান আরো বড় হলো। এবার কিন্তু আরো সাবধান আপনাকে হতেই হবে। আবার এও দেখা যাবে আপনার হাজার সতর্কতাও কোনো কাজে দেবে না। কারণ এই বয়স এবং এই সমাজ। নানা পরিবেশে মানে নানা আর্থিক নিরাপত্তায় সন্তান বড় হয় ফলে এক এক জনের পরিবেশ এক এক রকম। সমস্যা হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের। সমস্যা হলো তার আর্থিক পরিকাঠামোই। তার চাহিদা পূরণ হয় না। মানে সাইকেল বাইকের ফারাক। মানে সেলুন পার্লারের ফারাক। মানে বাজার শপিংমলের ফারাক। এরকম হাজার ফারাক থাকতে থাকতে রোজগেরে মানুষটি একেবারে দিশেহারা। সে প্রায় পারে না, তাও সে কোনমতে হারে না। এটাই আমাদের সমাজ। সব মন সব কিছু তো আর বোঝে না। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা দেখানোতে ব্যস্ত। দেখা গেছে তাই বাংলা থেকে ইংরেজি মাধ্যমের চাহিদা বেশি। জানে সরি মানে খরচ বেশি তাও ভিড় বেশি। কারণ এক অদম্য ইচ্ছা। কোনও কারণ ছাড়া এক অনন্য তৃপ্তি যেনো মানুষের মধ্যে। এক অত্যাধিক বাসনা যেনো মানুষের মধ্যে। মানে বলছি ভালো জায়গাটা আসলে কোথায়! আমরা জানি না আমরা মধ্যবিত্তরা কিভাবে জীবন সামলাবো! কারণ চাহিদার সঙ্গে যোগানের আজ আর সামঞ্জস্য নেই। হিমশিম খাচ্ছে গোটা সমাজ কারণ লড়াই সবার। যার আছে আরোও। তাই সামলানো সর্বদা কঠিন।

বাইরেই পরিবেশ আজকের দিনে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কেউ কারো মন থেকে একেবারেই ভালো চায় না। এই অবস্থা গৃহের মধ্যেই। কিন্তু একটা সময় এমন ছিল না। থাকলেও দেওয়া হতো না। একটা ভয় ছিল। একটা শাসন ছিল। না এখন আর তো তা হয় না। এখন শাসন নেই যা আছে তা হলো অনেকটা অভিমান। ভুল বললাম। চরম অভিমান। মানে আমার যা চাই আমাকে তা পেতেই হবে। যে করেই হোক। না এটা বাহ্যিক ক্ষেত্রে খুব বেশি। মানে বাইরের দুনিয়া আপনাকে কিছুতেই ভালো রাখতে দেবে না। ভালো থাকতে দেবে না। আর সেই সঙ্গে জোটে কিছু অবুঝ অভিভাবক। তারা জানেই না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। একবার চেষ্টা করে না তা জানতে। আমার মতে সব পেলে নষ্ট জীবন। যা কষ্ট করে পাওয়া যায় তা অনেককাল থাকে। যদি বিশ্বাস না হয় দেখুন সফল মানুষের জীবনী। সহজেই জানতে পারবেন সব।

আমরা বলছি বটে যে বাইরের পরিবেশ খারাপ। কিন্তু তা করছে কে? করছি তো আমরাই। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা নষ্ট করছি কত কি। আমরা ভয় পাচ্ছি না কিছুতেই। আমরা পাপের ভয় করি না,পুণ্যের প্রতি আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আমাদের ভয় নেই, আমাদের জ্ঞান নেই, আমাদের প্রপার শিক্ষা নেই, আমাদের রুচিবোধ নেই, আমদের মূল্যবোধ নেই! মানে যত নেই সব আমদের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে আমাদের মনে। তাই ভালো জায়গাও নেই। আমরা আমাদের সমাজকে ডাস্টবিনে পরিনত করেছি। আর করেছি বেশিতাই জেনে বুঝে। কারো যেনো কিছু করার নেই। না সমাজ , না রাষ্ট্র না দেশ! সবাই সবার নিজের মত করে ভাবছে। তাই ভালো জায়গাটা আর কোথায়? আমাদের চেনা সমাজ খুব সহজে উপরে উঠলে নিচে টেনে নামানোর চেষ্টায় বিভোর হয়ে উঠে। কেউ কারো ভালো সহ্য করতে পারছি না। আর এতেই কখন আমরা আমাদের জন্যেই নিজেরা কূপ খুঁড়ে বসে আছি। সবাই দেখছি সমাজ উলঙ্গ কিন্তু কেও মানছি না সে উলঙ্গ। বরং এও বলছি সমাজ ভালোর অলঙ্কারে সাজানো। তাতে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সেই সে ছেলেটা কোথায় যে সে এসে একইভাবে বলবে সমাজ তোর সুস্থ কাপড় কোথায়। আমাদের কাছেই আছে সেই ভালো কাপড়। আসুন না সব অন্ধকার ঠেলে নিজের বিবেকের 'আলো'কে জাগায়। জাস্ট ভালোর জন্যই । কি পারবো না! মনে হয় তা পারবো। পারবই। হোক না তা একটু পরের কথা।

দোল উৎসব বসন্তের এক সোনালী উপহার

সুবল সরদার

বসন্ত উৎসব মানে দোল উৎসব। বসন্তের দূত শুধু কোকিল নয়,দোল উৎসব ও বসন্তের দূত হয়ে আসে। বসন্ত আসবে আর দোল উৎসব আসবে না কোন দিন হয়? দোল উৎসব বসন্তের এক সোনালী উপহার। বসন্তের তাৎপর্য হচ্ছে দোল উৎসব। প্রকৃতি -নবীনে -সবুজে-নবরূপে ভালোবেসে সজ্জিত হয়ে ওঠে। বসন্তের পরিচয় বহন করে পলাশ -পাকুড়- কৃষ্ণচূড়া লালে লালে রাঙা প্রকৃতি। লাল জীবনের প্রেরণা, মনে হয় ভালোবাসার ছোঁয়া। এতো রূপ! লাল রঙ এতো ভালোবাসা পায় কোথায় থেকে! মনে হয় লাল বরণ শাড়ি পরেছে আমাদের প্রকৃতি, দখিনা বাতাসে মেলে তার মাথার চুল। ঝরা পাতা ঝরে যায় নতুন চির সবুজ পাতার মধ্যে দিয়ে। কী সুন্দর প্রকৃতির রঙ পরিবর্তন হয়! রূপে , লাবণ্যে সে চির তরুণী। উসকে দেয় আমাদের ভালোবাসার অনুভূতিকে। সে মন্ত্র মুগ্ধ করে রাখে আমাদেরকে। দারুণ লাগে।

বসন্ত দোল উৎসবে দোলে দোদুল হয়ে প্রেম উৎসবে পরিণত হয়। দখিনা বাতাস, কোকিলের কুহু কুহু ডাক, পাখির কূজন, আমের মুকুল, সবুজে সবুজ পাতার বাসর জমে ওঠে বেশ। সোনাঝুরির ঝোলা ঝোলা হলুদ থোকা থোকা ফুলের বাহারে চোখে লাগে ভোজ। পর্ণমোচী গাছের মতো পাতাহীন আমড়া গাছ সাদা সাদা ফুলে ঢাকা দেখতে কী মনোমুগ্ধকর! নদী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ছুটে যায় বন্ধুর চিঠি নিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের লহরী তুলে। পাহাড় মৌনব্রত ভঙ্গ করে তাকিয়ে থাকে উদার মুক্ত আকাশের পানে। বসন্তের পালে হাওয়া লাগিয়ে কুঞ্জবনে পাখিরা ডানা মেলে ডালে ডালে কূজনে কূজনে। বনে বনে ফুল ফুটে বনরাজি খুশীতে ভরে। চঞ্চল অলির গুঞ্জন তখন কী থামে! বসন্ত এক অভিনব রূপে ধরা দেয় তার ভালোবাসার কাছে। সেই সঙ্গে নিয়ে আসে তার প্রিয় দোল উৎসব।

ভালোবাসার রূপ পাই দোল উৎসবে। মধুমাসে মধুর মিলন হয় দোল উৎসবের মধ্যে দিয়ে। দোল উৎসবের মতো এতো প্রেমময় উৎসব এ পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। প্রাণের খেলা। আমাদের দোল, হিন্দি ভাষীদের হোলি — একটাই খেলা রঙ মাখামাখি। নানা রঙের সমন্বয়ে এই খেলা। রাজনীতির রঙের মতো এখানে রঙের বিচার করে কে? লাল ,সবুজ, গেরুয়া,গোলাপী কত রঙে রঙে বর্ণ বর্ণে বর্ণময়, ছন্দময় হয়ে ওঠে আমাদের দেহ- মন। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের আলিঙ্গন বলা যায়। দোল খেলে রঙে রঙে রঞ্জিত হয় ওঠে প্রিয়ার মুখ। বারেবারে দেখতে ইচ্ছা করে তার আবির মাখা সুন্দর মুখখানা। প্রিয়ার সাথে দোল খেলে রঙে রঙে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে মন। মাদল বাজে, নেশা ধরে মহুয়া ফুলের গন্ধে। পলাশ ভেজা লাল সুগন্ধি জলে হোলি খেলা কী আনন্দ! দোল উৎসব যদি জাতীয় উৎসব হয়, স্পেশাল জাতীয় উৎসবে পরিণত হয় শাল পলাশের বনে -সাঁওতাল পল্লীতে। পলাশের লাল পাপড়ি খসা সাঁওতাল পল্লীর পাহাড়ী পথে পথে সকাল থেকে শুরু হয় দোল খেলা। লাল প্রকৃতির সঙ্গে আবির ছড়ানো পথে পথে দোলের লাল গোলাপী ছোঁয়া লাগে হর্ষে। তখন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মন। প্রিয়, আজ দোল খেলবো শুধু তোমার সনে।

দোল উৎসব এলেই শুধু তার কথা মনে পড়ে। এমন দিনে তার সঙ্গে আমার দোল খেলা হয় নি। তার আগে পুরুলিয়ার বেগুনকোদর থেকে ফিরে আসি কলকাতায়। তাই এই দিন মনে মনে দোল খেলতে যাই বেগুনকোদরে। রাধা কৃষ্ণের দোল খেলা যদি শুরু হয় স্বর্গ থেকে মর্ত্য জুড়ে। আমাদের ও দোল খেলা শুরু হয় কলকাতা থেকে বেগুনকোদরের রাঙা মাটির পথে । এমন প্রেম উৎসবে দু'হৃদয় ওঠে নেচে। দোল উৎসব শুধু স্বপ্ন বা অনুরাগের ছোঁয়া নয়, স্পর্শ-পূর্বরাগের সুর বাজে হৃদয়ে। দয়িতার সাথে মিলনের উৎসব। দয়িতার প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করা যায় এই দোল উৎসবের মধ্যে দিয়ে। দু'হৃদয় রাঙিয়ে ওঠে ভালোবাসার দোলে দোল খেলে ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সুভাষ সরকারকে জুতো ও ঝাঁটা মেরে জেলার বাইরে ফেলার হুঁশিয়ারি, চুড়ি পরে ঘরে থাকার বার্তা তৃণমূল নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট চাইতে এলে জঙ্গলমহলের মহিলার উদ্দেশে বিজেপি প্রার্থীকে জুতো আর ঝাঁটা পেটা করে জেলার বাইরে ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি সহ চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকার বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী শম্পা পণ্ডিত। এমনকী, তাঁর দাবি, গত পাঁচ বছরে জঙ্গলমহল এলাকার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াননি সুভাষ সরকার। করোনা বা আয়লা ঝড়ের সময় এলাকার মানুষের কাছে তিনি কী ভাবে পৌঁছেছিলেন বা তাঁর কর্মীদের কী ভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন এই জবাব দিতে হবে বলে দাবি করেন। অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রীর এই হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে পালটা আক্রমণ করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য, জেলার জঙ্গলমহলের রানিবাঁধ বিরষা বাজার এলাকায় তৃণমূলের জনগর্জন সভার একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি ও চেয়ারম্যান এবং ব্লক সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পরে ওই সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে বর্তমান রানিবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও প্রাক্তন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৃণমূল নেত্রী শম্পা পণ্ডিত বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন।

তিনি বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে জঙ্গলমহল এলাকার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াননি সাংসদ থাকাকালীন সুভাষ সরকার। এমনকি করোনা ও আয়লা ঝড়ের সময়ও তাঁকে পাশে পায়নি এলাকার মানুষ। আবার তিনি প্রার্থী হয়ে এখন ভোট চাইতে আসছেন। তাই এখন তাঁকে ওই গত পাঁচ বছর মানুষের জন্য তিনি কী করেছেন তার জবাব দিতে হবে।' আর জবাব দিতে না পারলে জঙ্গলমহলের মা-বোনেরা জুতো ও ঝাঁটা পেটা করে সুভাষ সরকারকে জেলার বাইরে ফেলে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পাশাপাশি আরও বলেন, 'বিজেপি মানুষের সম্মান নিয়ে খেলছে ও শোষণ করছে যদি তারা যুক্তি দিয়ে বলতে পারে মানুষের জন্য ভালো কাজ করেছেন, তবেই ভোট চাইতে আসবেন, না হলে চুড়ি পরে বাড়িতে বসে থাকবেন।' একদম জেলায় ঘোরাফেরা না করার স্পষ্ট বার্তা দেন সাংসদ সুভাষ সরকারকে এই তৃণমূল নেত্রী।

অন্যদিকে এই তৃণমূল নেত্রীর আক্রমণের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বাঁকুড়া জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার দাস জানান, যেমন ঝাঁড় তার তেমনই বাঁশ। যে দলের যেমন নেত্রী সেই দলের তেমন নেতা বা নেত্রী হবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁরা প্রত্যেকে কোনও না কোনও চুরি ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত। আর এখন মুখে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন। আর জুতো আর ঝাঁটা কে খাবে লোকসভা ভোটের পরেই জানতে পারবেন। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রস্তুত আছে।

বিজেপি নেতা সন্দীপ ঘোষ খুনের অভিযোগে শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিজেপি নেতা সন্দীপ ঘোষকে খুনের অভিযোগে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে শনিবার সকালে কাঁকসা থামার মলানদিঘি পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। এদিন পুলিশ ক্যাম্পের গেট বন্ধ থাকায় সদর গেটে ধাক্কা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় বচসা। পরে বিজেপির কর্মীরা ফাঁড়ির আইসির কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

রূপগঞ্জের যুবক তথা বিজেপির বুথ সভাপতি সন্দীপ ঘোষের ছবিকে সামনে রেখে থানা ঘেরাও করে বিজেপি দাবি করে, সন্দীপ ঘোষের খুনিরা আজও অধরা। বহাল তবিয়তে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। যাঁদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। আর তাঁরাই এখন হুমকি দিচ্ছেন ভোটের আগে। বিজেপির দাবি, তাঁদের গ্রেপ্তার করে এলাকায় শান্তিরক্ষা করতে হবে এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই দাবিতে তাঁরা থানার সামনে বসে পরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিজেপি নেতা ভোলানাথ ঘোষ বলেন, 'আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে তৃণমূল খুন হয়ে যাওয়া বুথ সভাপতি সন্দীপ ঘোষের খুনিদের গ্রেপ্তার করতে হবে।'

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতা সন্দীপ ঘোষ খুন হন বলে অভিযোগ। ২৭ রাউন্ড গুলি চালিয়ে তাঁকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করে বলে অভিযোগ ওঠে। কাঁকসার সরস্বতী গঞ্জের জঙ্গল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপগঞ্জের বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ এলাকার বুথ সভাপতি ছিলেন বলে দাবি করে বিজেপি।

কাঁকসার তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই অবস্থায় অতি দুর্বল সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে বুথে বুথকর্মী বসানোর শক্তি নেই, তাই ভোটের আগে মিডিয়াকে সামনে রেখে এসব নাটক করছে বিজেপি। এসব করে লাভ হবে না। এসব সিপিএম আর বিজেপি গটআপ করে করছে, যাতে বাংলাকে অশান্ত দেখানো যায় মিডিয়ায়। বিজেপি-সিপিএম আর কংগ্রেস এখন এক সুরেই গান গাইছে কিন্তু লাভ নেই, কেউই আর এদের সঙ্গে নেই। মানুষ আছে তৃণমূলের সঙ্গে।

আহত ঈগল উদ্ধার বন দপ্তরের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে আহত অবস্থায় একটি ঈগল উদ্ধার করলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। শনিবার সকালে আউশগ্রামের শীতলগ্রাম থেকে ঈগলটিকে উদ্ধার করে বনকর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতলগ্রামে এদিন সকালে রাস্তার পাশে সুমিত ঘোষ নামে এক যুবক ওই ঈগলটিকে দেখতে পান। সুমিতবাবুর ওখানেই দোকান রয়েছে। দোকানে আসার সময় তাঁর নজরে পড়ে ঈগলটিকে। তিনি বুঝতে পারেন ঈগলটির একটি ডানায় চোট লেগেছে যার কারণে সম্ভবত সে উড়তে পারছে না। সুমিতবাবু সঙ্গে সঙ্গে ঈগলটিকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখেন। এরপর খবর দেওয়া হয় বনবিভাগে।

বনবিভাগের গুসকরা রেঞ্জের আধিকারিক সমীরণ মুখোপাধ্যায় জানান, ঈগলটিকে উদ্ধার করে আনার পর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। এরপর সেটিকে বর্ধমানের রমনাবাগানে পাঠানো হবে। এটি একটি গোল্ডেন ঈগল।

ইন্দাসের প্রত্যন্ত গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোটারদের অভয়বাণী প্রদান করতে শোনা গেল মোটা বুটের আওয়াজ, চলল ইন্দাসের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বাহিনীর টহল। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও ভোটের ঢাকে কাঠি পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। ভোটারদের নিরাপত্তা প্রদান করতে এবং ভোট দিতে উৎসাহিত করতে ইন্দাস ব্লকের প্রত্যন্ত একটি এলাকার আকুই এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

তপশিলি জাতির ৩০ জনকে উন্নত কৃষিসামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখীর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে ৩০ জন তপশিলি জাতির মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল উন্নতমানের কৃষিসামগ্রী।

আইসিএআর, এনবিএসএস এবং এলইউপির বিজ্ঞানীরা আজ শুক্রবার বাঁকুড়ার সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হন। সেখানে সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ ভাবে ৩০ জন তপশিলি জাতির কৃষককে উন্নতমানের চাষের দ্রব্য তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল কী ভাবে সার কম প্রয়োগ করে এবং কম খরচে উন্নতমানের ফসল ফলানো যায়। শুধু চাষের উপযোগী দ্রব্য তুলে দেওয়াই নয়, এর পাশাপাশি এই মাসের ৫ এবং ৬ তারিখ কলকাতায় কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

এদিন সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে তিল বীজ, মালচিং পলিথিন, ভার্মিকম্পস্ট পিট্, জৈব ছত্রাকনাশক, বায়ো স্টিমুল্যান্ট, অনুখাদ্য, ফল চারা, সবজি চারা, ফেরোমন ট্র্যাপ, হলুদ আঠালো ফাঁদ ইত্যাদি সহ আরও অনেক জিনিস তুলে দেওয়া হল কৃষকদের হাতে। পরবর্তীতে কৃষকদের কৃষিকাজের জন্য আরও যাতে উৎসাহ প্রদান করা যায়, তার জন্য কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র পাশে থাকার আশ্বাস দেয়।

কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে এই ধরনের উপহার পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক খুশি কৃষকরা। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে। এইদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত ড. এফএইচ রহমান,ড. শিলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুদীপ্ত চট্টরাজ, ড.অমৃতা দরিপার মতো বিশিষ্ট কৃষি বৈজ্ঞানিকগণ। এছাড়াও ছিলেন আঞ্চলিক প্রধান ড. ফিরোজ হাসান রহমান সহ সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক ডক্টর মৌমিতা দে গুপ্ত। সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক ড. মৌমিতা দে গুপ্ত জানান, কৃষকেরা এর দ্বারা অনেকটাই উপকৃত হবেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের কৃষিকাজের প্রতি উৎসাহ অনেকাংশেই বাড়বে।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক ড. ফিরোজ হাসান রহমান জানান, মূলত সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইবার তাদের এই উদ্যোগ তপশিলি জাতিদের জন্য সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা, যেখানে অল্প খরচে উন্নতি প্রযুক্তিতে ভালো ভালো ফসল ফলাতে পারেন কৃষকরা। আগামী দিনেও এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাঁকুড়ায় মোবাইল পাঠশালার উদ্বোধন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা ভোটের মুখে মোবাইল পাঠশালা চালু করলেন সুভাষ সরকার, গ্রাম গঞ্জে ঘুরে স্কুলছুটদের পাঠ দেবে অত্যাধুনিক এই পাঠশালা

সৈয়দ মফিজুল হোদা, বাঁকুড়া- কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের উদ্যোগে আজ থেকে বাঁকুড়ায় শুরু হল মোবাইল পাঠশালা। অত্যাধুনিক সাজে সজ্জিত এই পাঠশালা গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্কুলছুটদের প্রাথমিকের পাঠ দেবে। প্রয়োজনে স্কুলছুটদের ফের স্কুলের পড়াশোনার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবে।

সম্প্রতি একাধিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এ রাজ্যের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় স্কুলছুটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে। বহু পড়ুয়া প্রাথমিকের পাঠ শেষ করার আগেই গিয়ে জুটছে কাজে। এই পরিস্থিতিতে শুধু রাজ্যের শিক্ষা দফতর নয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরও তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। স্কুলছুটের সেই সংখ্যায় এবার রাশ টানতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের উদ্যোগে চালু হল মোবাইল পাঠশালা। মোবাইল এই পাঠশালায় শুধু বইয়ের পড়া নয়, অডিও ভিস্যুয়াল ব্যাবস্থার মাধ্যমে অত্যাধুনিক পাঠ দানও করা হবে পড়ুয়াদের। একটি সরকার অধিগৃহীত কেন্দ্র সরকারী সংস্থার অর্থ সাহায্যে ও সেবা ভারতী নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই মোবাইল পাঠশালা গ্রামে গ্রামে এই পাঠদানের কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাঁকুড়া জেলায় বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা, সেই স্কুলছুটের সংখ্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে বলেই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার। তাই স্কুলছুটের সংখ্যা কমাতে মোবাইল পাঠশালার উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার। এদিন বাঁকুড়া শহরের একটি বেসরকারি লজে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। ইএডসিআইএল(ইন্ডিয়া) লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পের উদ্বোধন হল।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার জানান, প্রত্যন্ত গ্রামের যে সমস্ত স্কুলের শিশুরা স্কুলছুট হচ্ছে , তাদের স্কুলে এই গাড়ি পড়াশোনার জন্য নিয়ে যাবে আবার বাড়ি পৌঁছে দেবে। বাঁকুড়া জেলার সকল স্তরের মানুষ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শাস্ত্র মেনে শিব-পার্বতীর বিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রীতি মেনে শিব-পার্বতীর বিয়ে অনুষ্ঠিত হল পানাগড়ে। শুক্রবার গভীর রাতে হিন্দু শাস্ত্র মেনেই শিব-পার্বতীর বিয়ে হয়।

মহা ধুমধামে আয়োজিত এই বিয়ের অনুষ্ঠানে বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী মিলে হাজারেরও সংখ্যায় ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছরের মতো শুক্রবার সন্ধ্যায় পানাগড় বাজারের বিশ্বকর্মা মন্দির থেকে বের হয় শিবের বরযাত্রী। বাজনা বাজিয়ে আতশবাজি ফাটিয়ে মহা ধুমধামে শোভাযাত্রা করে সেখান থেকে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন উড়িয়া বাবার শিব মন্দিরে গভীর রাতে পৌঁছন বড় যাত্রীরা। এরপরেই পুরোহিত বিয়ের মন্ত্রপাঠ শুরু করেন। মালাবদল থেকে শুরু করে সিঁদুর দান, কন্যাদান, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে সাত পাকে ঘোরা সবই হয় নিয়ম মেনেই।

পানাগড়ের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রায় ৫০ বছর ধরে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকার উড়িয়া বাবার মন্দিরে শিব-পার্বতীর বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে হাজারেরও বেশি সংখ্যায় ভক্তরা ভিড় জমান উড়িয়া বাবার শিব মন্দিরে। এটা চিরাচরিত প্রথা। প্রথা মেনেই সব কিছু হয়। ভক্তদের জন্য এদিন খিচুড়ি ভোগেরও আয়োজন করা হয়েছিল পানাগড় শিব সেবা সমিতির পক্ষ থেকে।

হাতের কাজে পরিবারের এবং ৬০০ মহিলার কর্মসংস্থান বাষট্টির মঞ্জুদেবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, এর উদাহরণ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা পুরসভার বারুইপাড়ার নিবাসী মঞ্জু দেবী। পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকলেও সেটা হয়তো করাহয়ে ওঠেনি। তবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছেটা পূরণ করেছেন। শুধু নিজে নন, বহু মহিলাকে স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি আজ তিনি অনেকের পথ চলার অনুপ্রেরণাও বটে।

ছোটবেলায় তাঁর বাবা তাঁকে পড়াশোনা করাতে পারেননি। সেই থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে নিজে কিছু করে দেখাবেন। মঞ্জু দেবীর মনের জেদ, ইচ্ছাশক্তি ও চেষ্টাকে তিনি ব্যর্থ হতে দেননি। সংসার সামলে তিনি তাঁর কর্মের পথে অবিচল রয়েছেন এখনও। তাঁর হাতের তৈরি ঠাকুরের মালা, বিয়ের টোপর, ঠাকুরের চাঁদমালা, ঠাকুরের সাজ বিভিন্ন জায়গায় তিনি পৌঁছে দিয়েছেন, তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন মহিলারা ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই নিপুণ ভাবে কাজ করতে পারেন।

বিয়ের ৪০ বছর পরও নিপুণ হাতে ঠাকুরের মালা, সাজ ও বিয়ের টোপর বানিয়ে নিজের পরিবারের এবং ৬০০ জন মহিলার অন্নসংস্থান করে চলেছেন ৬২ বছর বয়সেও। মঞ্জু দেবী প্রমাণ করে দিয়েছেন বয়স কোনও বাধা নয় ইচ্ছা থাকলেই স্বনির্ভর হওয়া যায়। আজ নিজের পরিচয়ে তিনি পরিচিত। বর্তমানে তাঁর এই কাজে দুই ছেলেকেও নিযুক্ত করেছেন।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শেষ বিধায়ক কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গ্রামাঞ্চলে ফুটবলের কদর এখনও কমেনি। শনিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পঞ্চায়েত এলাকার বিধায়ক কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় দর্শকদের উপস্থিতি সেটাই জানান দিল। শনিবার বিকেল ৩৩০ মিনিটে সাদা পায়রা উড়িয়ে শুরু হল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত এলাকার বনগ্রাম মিলন সমিতির ফুটবল ময়দানে আয়োজিত হল বিধায়ক কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাটি। এদিনের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় বীরভূমের এটু জেড একাদশ বনাম শ্যাম মেটালিক একাদশের খেলাটি ছিল। এই খেলায় মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করেছিল।

এদিনের খেলা প্রসঙ্গে তৃণমূলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তাঁদের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় যুব সম্প্রদায়কে খেলার মাঠমুখী করতেই এই উদ্যোগ। এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল বীরভূমের এটু জেড একাদশ পেল ৫০ হাজার টাকার নগদ পুরস্কার সহ বিশেষ মেমেন্টো, রানার্স আপ শ্যাম

মেটালিক পেল ৩০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার ও বিশেষ মেমেন্টো। এছাড়াও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বীরভূমের এটু জেড একাদশের আকাশ প্রামাণিক পেল নগদ ৫ হাজার টাকা ও ম্যান অফ দ্য সিরিজ শ্যাম মেটালিকের সচিন বাউরি পেল নগদ ৭ হাজার টাকার পুরস্কার।

এদিনের খেলার শেষে বীরভূমের এটু জেড একাদশ ও জামুড়িয়ার শ্যাম মেটালিক্যাল এই খেলাটির রোমহর্ষক ভাবে শেষ হল। খেলাটি ট্রাইব্রেকারে পৌঁছই, ট্রাইব্রেকারে ৩/২ গোলে জয়লাভ করে বীরভূমের এটু জেড একাদশ।

ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য টোটো চালাচ্ছেন ৫৫ বছরের পুতুন দি
সামলেছেন পঞ্চায়েতে সমিতির খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের পদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৫৫ বছর বয়সি সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় ওরফে 'পুতুন দি' বাকি পাঁচটা মহিলার মতোই, ঘরের কাজ সামলানো থেকে শুরু করে অন্যান্য সব কাজই করে থাকেন। তবে তাঁর ছেলে অভিষেক মুখোপাধ্যায়ের উচ্চশিক্ষার জন্য এই বয়সে টোটোর হ্যান্ডেল ধরতে হয়েছে তাঁকে।

২০১৫ সাল থেকে বাঁকুড়া শহরের লক্ষতোরা টোটো স্ট্যান্ডে দিনের পর দিন নিজের ভাঙাচোরা টোটোটি নিয়ে হাজির হন নিয়মিত। ঝড় জল উপেক্ষা করে টোটোবোঝাই করে এদিক-ওদিক নিয়ে যান প্যাসেঞ্জার। ভালো নাম সুচিত্রা হলেও সকলের কাছে 'পুতুন দি' নামেই পরিচিত এই মহিলা টোটোচালক। তৎকালীন সময়ে পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় ওরফে 'পুতুন দি'। বর্তমানে টোটো চালিয়েই চলছে তাঁর সংসার। বাঁকুড়া শহরের সানবাঁধা এলাকার বাসিন্দা সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের। বাড়ির সামনেই একটি টিনের চালের তলায় রাখা থাকে তাঁর জরাজীর্ণ সবুজ রঙের বিখ্যাত টোটো।

টোটোচালকদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গিয়েছে টোটোর বাজারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে একজন মহিলা হয়ে ২০১৫ সাল থেকে টিকে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। নতুন প্রজন্মের টোটোচালকরা সিনিয়র এই মহিলা টোটোচালকের কাছে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিকস নেন বলেই জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যাত্রীরা বিশেষ করে মহিলা যাত্রীরা পুতুন দি'র জীবন যুদ্ধ দেখে অনুপ্রাণিত হন।

পঞ্চায়েতে সমিতির খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় ওরফে 'পুতুন দি'। সেই সময় কেমন ছিল পঞ্চায়েত জানতে চাওয়ায় তিনি জানান, অর্থের পরিমাণ অনেকটাই কম ছিল। সেই কারণেই এখন টোটো চালিয়ে সংসার চালাতে হচ্ছে বর্তমানে। ওই একই টোটো স্ট্যান্ডের অপর এক টোটো চালক জানান, নারী দিবসের আগে বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দা সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় ওরফে 'পুতুন দি' মহিলাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অনেকেই দাবি করেন, তিনিই হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা টোটোচালক। অজুহাত নয়, পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁকুড়ার রাস্তায় যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে এখনও শক্ত হাতে টোটোর হ্যান্ডেল ধরে আছেন পুতুন দি।

রবিবারেই সন্দেশখালিতে জনগর্জনের পাল্টা সভা শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: রবিবার তৃণমূলের জনগর্জন সভার দিনেই জলপাইগুড়ি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বড় সভা করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নিয়ে ১০ দিনে ৪ বার এলেন বাংলা। এর আগে সভা করেছেন আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, বারাসতে। এদিকে আবার রবিবারই সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের উপর নতুন করে চাপ বাড়াতে বড় সভা করতে চলেছে পদ্ম শিবির। 'সন্দেশখালি চলো'র ডাক দেওয়া হয়েছে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে। সন্দেশখালি ন্যাজাট থানার দক্ষিণ আখড়াতলায় দুপুর ১২ টায় সভা। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে থাকছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই সন্দেশখালিকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলায় ঝড় উঠবে বলে হুঙ্কার দিতে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বাংলায় এসে একাধিকবার এই ইস্যুতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, লোকসভা ভোটে বিজেপি সন্দেশখালিকে প্রধান ইস্যু করেই ভোট ময়দানে ঝাঁপাতে চায়, তার সুর বেঁধে দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এহেন আবহে সন্দেশখালিকে সামনে রেখেই লাগাতার কর্মসূচি রাখতে চলেছে বিজেপি। সভা, নেতৃত্বের সন্দেশখালি পৌঁছে যাওয়া কিংবা সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় নানা সাহায্য পৌঁছে দিয়েই আম নাগরিককে বার্তা দিতে চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, গত ১২ বছরে মহিলা ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই ঝুঁকেছে বারবার। সন্দেশখালির মহিলাদের যে অত্যাচারের অভিযোগ সামনে এসেছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিলা ভোট ব্যাংকে আঘাত লাগতে পারে। সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে বলেই মত বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের। আর সেই কারণেই কেন্দ্রের উন্নয়ন, রাম মন্দিরকে পিছনে ফেলে সন্দেশখালিকেই ফোকাস করছে পদ্ম শিবির।

নকল আলু বীজের ফলন দেখে মাথায় হাত তারকেশ্বরের আলু চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নকল আলু বীজের ফলন দেখে চক্ষু চড়ক গাছ চাষিদের। লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির মুখে কয়েকশো চাষি। ফলন দেখার পরই আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকবে না বলে দাবি চাষিদের। আর এখানেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নকল আলু বীজের কারবার ঠেকাতে কি ব্যর্থ প্রশাসন? কারণ তারকেশ্বর ব্লকে বিঘার পর বিঘা জমিতে আলুর ফলন দেখে এই প্রশ্নই করতে শুরু করেছেন কয়েকশো আলু চাষি।

প্রসঙ্গত, এই সময় হুগলি জেলায় পুরো দমে চলছে জমি থেকে আলু তোলার কাজ। সেখানে তারকেশ্বর ব্লকের আস্তারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উৎপন্ন আলুর আকৃতি দেখে মাথায় হাত কয়েকশো চাষির। কোনো আলুর আকৃতি পুতুলের মতো তো কোনটা হাতি, ঘোড়ার আকৃতির। যার ফলে এই উৎপাদিত আলু কিনতে চাইছেন না কোনো ব্যবসায়ী। অন্যদিকে এই আলু খাওয়ারও অযোগ্য বলে দাবি চাষিদের। আলু চাষের শুরুতে নকল আলু বীজ ঠেকাতে রাস্তায় নামে জেলা প্রশাসন। একের পর এক আলু বীজ ব্যবসায়ীর গোডাউনের হানা দেন তারা কিন্তু তার পরও ঠেকানো গেল কি নকল আলু বীজের কারবার, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন? চাষিদের অভিযোগ চাঁপাডাঙ্গা এলাকার এক আলু বীজ ব্যবসায়ী তাদের নকল আলু বীজ বিক্রি করেছেন। যার ফলে জমিতে আলু যে ফলন হয়েছে তাতে করে তারা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

আলু চাষের শুরুতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কিছুটা সময় পিছিয়ে গেলেও চাষের মরসুমে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আলু চাষে। তার পরও জমিতে যে ফলন হয়েছে তা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ হওয়ার মতো অবস্থা চাষিদের। নির্দিষ্ট আলু বীজ ব্যবসায়ী প্রভাস দুলুইয়ের কাছ যে সমস্ত আলু চাষি বীজ কিনেছিলেন সেই সমস্ত জমিতে আলুর ফলন হয়েছে অত্যন্ত নিম্নমানের বলে অভিযোগ। স্বাভাবিক ভাবে আলুর যে আকৃতি হয় সেরকম হয়নি। আলুর আকৃতি হয়েছে কোনটা লম্বা পুতুল তো কোনো আলু হাতি, ঘোড়ার আকৃতির। এমনকী রান্না করে খাওয়ার উপযোগী নয় বলে অভিযোগ চাষিদের। এ বিষয়ে আলু বীজ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্লক কৃষি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা। যদিও ওই নকল আলু বীজ ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে দেখে মেলেনি। তবে এ বিষয়ে চাঁপাডাঙ্গার আলু বীজ ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক দেবব্রত দুলুই চাষিদের ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে বলেন পঞ্জাব থেকে বীজ নিয়ে আসা হয় এ রাজ্যে। যে কোম্পানির বীজ সেই কোম্পানিকে জানানো হবে এবং যথাযথ চাষিদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বীজ ব্যবসায়ী সংগঠন। এ বিষয়ে তারকেশ্বর বিধায়ক রামেন্দু সিং রায় জানান চাষিরা অভিযোগ জানিয়েছে তাঁর কাছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আলু বীজ সংস্থা চাষিদের ক্ষতিপূরণ না দিলে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ব্রিগেডে না গেলে পদ কেড়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি মানস ভুঁইয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ১০ তারিখ যে নেতা-নেত্রীরা ব্রিগেডে যাবে না, ১১ তারিখ তাঁরা পদ হারাবেন! এই মঞ্চে যে সব নেতা-নেত্রীরা বসে আছেন, তাঁরা যদি কর্মীদের সঙ্গে ব্রিগেডে না যান, একটারও পদ থাকবে না। শুক্রবার সবংয়ের চাঁদকুড়িতে জনগর্জন সভার সমর্থনে আয়োজিত সভা থেকে এই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে শনিবার ব্রিগেডে জনগর্জন সভার ডাক দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভায় সবং থেকে কর্মীদের সঙ্গে যাওয়া বাধ্যতামূলক বলে মানস ভুঁইয়া নেতাদের সতর্ক করেন। মঞ্চে তিনি ঘোষণা করেন যে সকল নেতৃত্ব যাবেন না তাদের একটারও পদ থাকবে না। ১১ মার্চ তাদের সকলকেই পদ হারাতে হবে। মেদিনীপুরের সভাতেও ব্রিগেডের সভায় যাওয়া নিয়ে বার্তা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার দলের মন্ত্রীও কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন। সব মিলিয়ে ব্রিগেড ভরানো নিয়ে তৃণমূল যে বেশ চাপে রয়েছে তা অনুমান করা যায়।

কোন্নগরের চিকিৎসকের মৃত্যুতে রহস্যের গন্ধ, উঠল ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: চিকিৎসকের মৃত্যুতে দানা বাঁধছে রহস্য। উঠছে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ। মৃতের পরিবারের দাবি, মৃতের সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টও ফাঁকা। গত রবিবার গভীর রাতে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালের কোয়ার্টারে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় চিকিৎসক কল্যাণাশিস ঘোষের। মৃত চিকিৎসক হুগলির কোন্নগরের নবগ্রামের বাসিন্দা। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যা। ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন মৃতের পরিবারের সকলে। দোষীদের শাস্তি চাইছেন মৃত চিকিৎসকের স্ত্রী অনামিকা ঘোষ। ঘটনা সম্পর্কে তার স্ত্রী অনামিকা জানান, তাঁর স্বামী একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন। কোভিডের সময় কাজ করার জন্য রাজ্য সরকার থেকে অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন। ঘটনার দিন চিকিৎসকের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ছিল। ঘটনার রাতে ফোনে কথাও হয়েছিল পরিবারের লোকেদের সঙ্গে। তারপরেই কল্যাণাশিস ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর আসে। মৃত চিকিৎসকরে স্ত্রী অনামিকার জোরাল দাবি, তাঁর স্বামীকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। অভিযুক্ত মহিলা রিয়া দাসের ডায়মন্ডহারবারে একটি শাড়ির শোরুম রয়েছে। মহিলা একাধিক পুরুষের সঙ্গে এই ধরনের চক্রান্ত করেন। তাঁর স্বামীকেও সেই চক্রান্তের শিকার করেছিলেন তাঁরা। মানসিক নির্যাতন করে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেন। মৃতের স্ত্রী আরও অভিযোগ করে বলেন ওই মহিলা ছলে বলে অছিলায় তাঁর স্বামীকে একবার ডেকে অন্য লোকজন দিয়ে মারধরও করিয়েছিলেন। সেখান থেকে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচেন তাঁর স্বামী। এমনকী কল্যাণাশিসের মৃত্যুর পর তিনি জানতে পারেন যে তাঁর স্বামীর সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শূন্য হয়ে গিয়েছে। মৃত চিকিৎসকে স্ত্রী অনামিকা ঘোষ তিনি ও তাঁর নাবালিকা মেয়ে ঘটনার পর থেকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, একইসঙ্গে আতঙ্কিতও। অনামিকার অভিযোগ, ঘটনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের কিছু প্রভাবশালী মানুষের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে। আর সেই কারণেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, গত রবিবার গভীর রাতে পরিবারের সঙ্গে ফোনে শেষ বারের জন্য যোগাযোগ করেন ওই চিকিৎসক। তিনি মানসিক অবসাদে ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। এরপরেই পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরিবারের কাছ থেকে খবর পেয়েই গভীর রাতে তড়িঘড়ি মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের কোয়ার্টারে পৌঁছয় পুলিশ। কিন্তু পুলিশ পৌঁছে দেখে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় রয়েছেন ওই চিকিৎসক। তাঁকে উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে শোকস্তব্ধ মৃত চিকিৎসক কল্যাণাশিস ঘোষের পরিবারের সদস্যরা।

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বাইক চলকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বেপরোয়া ট্রাকের চাকায় পিষ্ট বাইক আরোহী। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বাইক চলকের। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার যশোর রোডের এক নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ মজুমদার (৫২)। বাড়ি বনগাঁ পুরসভার ফুলতলা কলোনি এলাকায়। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন বিশ্বনাথ বাবু পেশায় গ্রাম্য চিকিৎসক। তার স্ত্রী চাঁদা রায়পুর এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অন্যান্য দিনের মতো এদিন বিশ্বনাথ বাবু তার বাইকে করে স্ত্রী স্কুলে দিয়ে বনগাঁয় ফিরছিলেন। তার আত্মীয় বলেন, এক নম্বর গেটের ওদিকে একটি গ্যারেজে তার বাইক ঠিক করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। এক নম্বর গেট এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। তিনি ছিটকে পড়ে তাকে চাকার তলায় মাথা ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। তার পরিবারের অভিযোগ বেপরোয়া ট্রাকে খালাসি ছিল না। সে কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরিবার ও প্রতিবেশীদের এও অভিযোগ সংকীর্ণ যশোর রোডের উপর শিরীষ গাছের কারণে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটছে। একাধিকবার গাছ কাটার দাবি জানিয়েছেন বনগাঁর মানুষ তবে বৃক্ষ প্রেমীদের আন্দোলনের জেরে থমকে রয়েছে। এদিন বিকেলে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেআইনি ভাবে পুকুর ভরাট রুখল ব্লক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা ২ নং ব্লকের শ্বাসপুর দিঘিরপাড় এলাকায় বেআইনি ভাবে হওয়া পুকুর ভরাট রুখে দিল ব্লক প্রশাসন। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে হাতেনাতে মাটি ফেলা ধরলেন বিএলআরও, সঙ্গে ছিলেন কালনা থানার পুলিশ। অভিযোগ, দিনেদুপুরে মাটি, ছাই দিয়ে চলছিল পুকুর ভরাট। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত প্রধান, বিএলআরও এবং কালনা থানার পুলিশ গিয়ে আটকায় পুকুর ভরাট।

কালনা দু' নম্বর ব্লকের বিএলআরও দেবব্রত দাস জানান, পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআরও করা হবে। এলাকাবাসীদের দাবি, শুধুমাত্র পুকুর ভরাট আটকালে হবে না পুকুরটি ব্যবহার উপযুক্ত করতে হবে না হলে এলাকায় টিকে থাকা দায় হচ্ছে। এত গ্যাস গন্ধ ছড়াচ্ছে যে বসবাস করা দায় হয়ে উঠেছে আশপাশের মানুষের।

গোঘাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বন্ধ রাস্তার কাজ, অস্বস্তিতে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান তৃণমূল প্রধানের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনায় লোকসভা ভোটের আগে রীতিমতো রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের দিঘড়া এলাকায়। আরামবাগ থেকে গোঘাটের বালিগামী রাজ্য সড়কের দিঘড়া এলাকায় পিচের বদলে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ হচ্ছিল। অভিযোগ প্রাক্তন প্রধান অশোক রায় গ্রামের মানুষজনদের নিয়ে এসে কাজ বন্ধ করে দেয়। তাদের দাবি গোঘাটের ওই এলাকা বন্যা প্রবণ। তাই ঢালাই রাস্তার উচ্চতা যদি বাড়ানো হয় তাহলে জল পাশ হবে না। এর ফলে একদিকে জমির ফসল যেমন জমা জলে পচে নষ্ট হয়ে যাবে তেমনি দিঘড়া গ্রামের মাটির বাড়িগুলি একেবারে ভেঙে পড়ে যাবে। এমনটাই অভিযোগ গোঘাটের বালি অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান অশোক রায় ও তার অনুগামীদের।

অপরদিকে বালি অঞ্চলের বর্তমান প্রধান রঘুনাথ সাঁতরা ও তার অনুগামীদের দাবি রাস্তা উঁচু করে তৈরি হলেই ভালো হবে। আগে রাস্তা স্তাটি অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি হয়েছিল। এবারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে। প্রাক্তন প্রধান ইচ্ছা করে উন্নয়নের কাজে বাঁধা দিচ্ছে। বন্যার জল এমনিতেই ১২ - ১৪ ফুট উঁচু দিয়ে যায়। তাহলে রাস্তা নিচু করে তৈরি করে লাভ নেই। জানা গেছে, হুগলি জেলা পরিষদ রাস্তাটি তৈরি করছে। তবে রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন বহু মানুষ। এই রাজ্য সড়ক দিয়ে ২৬ টি গ্রামের মানুষ আরামবাগ যাওয়া আসা করে। এমনকী ঘাটাল বিধানসভার লোকেরাও যাতায়াত করেন। গোঘাটের বালি অঞ্চলে তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, একটি গার্লস স্কুল ও ২৬ টি প্রাইমারি স্কুল আছে। বালি অঞ্চল দামোদর পুর থেকে আরামবাগ যাওয়ার এই একটি প্রধান রাস্তা। স্বাভাবিকভাবেই সকাল হলেই এই রাস্তা দিয়ে কয়েকশো যানবাহন ও বিভিন্ন রুটের বাস চলাচল করে। এমনিতেই রাস্তাটি একেবারে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে সংস্কারের কাজ শুরু হলেও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে ওই এলাকার মানুষ। যদিও বিজেপি নেতা রাজু রানার দাবি কেবল মাত্র কাটমানি খাওয়ার জন্য রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব কাজের জবাব দেবে এলাকার মানুষ। সবমিলিয়ে গোঘাটের দিঘড়া এলাকায় রাস্তার কাজ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শোরগোল রাজনৈতিক মহলে।

ট্রাই সাইকেল-হুইলচেয়ার ও শ্রবণ যন্ত্র দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ট্রাই সাইকেল-হুইলচেয়ার ও শ্রবণ যন্ত্র দিলেন বিধায়ক। বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের উন্নয়ন তহবিল থেকে বাগদা বিধানসভার এলাকার বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হল ট্রাই সাইকেল, হুইলচেয়ার, শ্রবণ যন্ত্র। শনিবার বাগদা এলাকার বিধানসভার বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের হাতে ৮০ টি ট্রাই সাইকেল, ৯০ টি হুইলচেয়ার ও ১৪০টি শ্রবণ যন্ত্র তুলে দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে কিছু সাধারণ মানুষের হাতে ট্রাইসাইকেল হুইলচেয়ার ও শ্রবণ যন্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ট্রাই সাইকেল প্রাপক কার্তিক মুন্ডা জানিয়েছেন, প্রতিদিন পায়ে হেঁটে তিন কিলোমিটার যেতে হত বাজারের জন্য। ট্রাই সাইকেল পেয়ে খুব উপকৃত হয়েছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাগধার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকে। বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছে, জনসংযোগ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অসুবিধা দেখে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ট্রাইসাইকেল হুইল চেয়ার ও শ্রবণ যন্ত্র তুলে দেওয়া হল।

বদল করা হল সন্দেশখালির ওসিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বদল করা হল সন্দেশখালির ওসিকে। নতুন দায়িত্বে ওসি হলেন বসিরহাট পুলিশ জেলার স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের ওসি গোপাল সরকার।

শনিবার সকালে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপারের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সন্দেশখালি থানার ওসি বিশ্বজিৎ সাঁপুইকে বদলি করা হয়েছে বসিরহাট থানায়।

সন্দেশখালি থানার নতুন ওসি হলেন গোপাল সরকার। বাদুরিয়া থানায় ওসি প্রশান্ত মণ্ডলকে হেমনগর কোস্টাল থানায় পাঠানো হয়েছে। বসিরহাট পুলিশ জেলায় আইনশঙ্খলার দায়িত্বে ৪ সাব ইন্সপেক্টরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্দেশখালির অশান্তি নিয়ে সর্বত্র শোরগোল। বার বার পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছে অসহযোগিতার অভিযোগ। যদিও ৫৫ দিনের মাথায় খাঁচাবন্দি সন্দেশখালির 'বাঘ' শেখ শাহজাহান। তার পর থেকেই প্রায় নিয়ন্ত্রণে সন্দেশখালির পরিস্থিতি। তবে তারই মাঝে আচমকা পুলিশে এই রদবদল।

সন্দেশখালির কোড়াকাটি অঞ্চলে তৃণমূলের দখল করা পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: দীর্ঘ বারো বছর পর দখল হওয়া পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার করল সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা। সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের কোড়াকাটি অঞ্চলের ধুচনিখালি বাজারের ঘটনা। সিপিআইএমের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরই ওই এলাকায় একটি তাদের পার্টি অফিস দখল করে নিয়ে সেখানে নিজেদের পতাকা লাগায়। সিপিআইএমের দলীয় পতাকা, ফেস্টুন সরিয়ে ফেলা হয়। কয়েকজন দলীয় নেতা, কর্মীকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। তবে শনিবার নিজেদের দলীয় ঝান্ডা ঝুলিয়ে দখল হয়ে যাওয়া পার্টি অফিস পুনরুদ্ধার করে সিপিআইএম। সন্দেশখালি প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সরদার বলেন, দলীয় কার্যালয়টি তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে রেখেছিল। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের ভয়ে আমার এতদিন সরব হতে পারেনি আমাদের ছেলেরা নিজেদের বাড়ি ফিরে পেয়েছে। এ পার্টি অফিসে এসে গরিব মানুষেরা তাদের নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা জানাবে। এদিন সিপিআইএম নেতা পলাশ দাশ দলীয় পতাকা উত্তোলন করে উদ্ধার হওয়া পার্টি অফিসের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন কোড়াকাটি অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান সত্যেন্দ্রনাথ গায়েন, ডিওয়াইএফআই এর ছাত্রনেতা কারিবুল্লা মোল্লা সহ একাধিক স্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দ।

ভেটেরিনারি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের ২২তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: দমদম পাইকপাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল প্রাণী চিকিৎসকদের সর্ব বৃহৎ অ্যাসোসিয়েশন ভেটেরিনারি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের ২২ তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, ডাঃ সুমিত কুমার সাহা, ডাঃ পিউ সাহা সহ অন্যান্যরা। দু'দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে আগামীতে জাতির স্বার্থে পরিষেবা ও পশুপালনের বিভিন্ন আঙ্গিকে রাজ্যের অর্থনীতির মানোন্নয়নের উপর আরো জোর দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হাজারের উপর প্রাণী চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী রথীন ঘোষ জীব তথা সমাজ সেবায় নিয়োজিত সকল প্রাণী চিকিৎসকদের পাশে রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি পথকুকুর ও গৃহপালিত পোষ্যের নির্বীজকরণে প্রাণীচিকিৎসকদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ৮ ও ৯ মার্চ এই দুইদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ মার্চ ২০২৪ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার

১৫ মার্চ থেকে সাধারণের জন্য খুলছে এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দান মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৬ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছিল হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গ্রিন লাইন মেট্রোর। তবে এরপর থেকেই চলছিল প্রতীক্ষা, গঙ্গার নিচে কবে মেট্রো সফর করতে পারবেন আম-আদমি, সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল সকলের মনেই। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল এই মাস থেকেই শুরু হতে পারে পরিষেবা। তবে দিনক্ষণ জানানো হয়নি। অবশেষে জানা গেল ১৫ মার্চ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে গঙ্গার নিচের মেট্রোর দরজা।

কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, ব্যস্ত সময়ে মেট্রো চলবে ১২ মিনিট অন্তর। ব্যস্ত সময় ছাড়া চলবে ১৫ মিনিট অন্তর। সকাল ৭ টায় প্রথম মেট্রো ছাড়বে এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দান থেকে। শেষ মেট্রো ছাড়বে দু' দিক থেকেই রাত ৯৪৫ মিনিটে। রবিবার চলবে না। সপ্তাহের বাকি দিন চলবে। সূত্রের খবর, অক্টোবরে শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড জুড়ে দেওয়া হবে। অক্টোবরের শেষে সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, হুগলি নদীর নিচ দিয়ে ছুটবে মেট্রো। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত রয়েছে এই রুট। এই রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬.৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১০.৮ কিলোমিটার মাটির তলা দিয়ে যাবে। আপাতত হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে পরিষেবা।

অন্যদিকে জোকা- তারাতলা করিডরের নতুন সম্প্রসারিত অংশ মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত চালু হচ্ছে ১৫ মার্চ। সূত্রের খবর, ১৩০টি রেক চলবে এই লাইনে। প্রথম মেট্রো শুরু হবে ৮৩০ মিনিটে। শেষ মেট্রো দুপুর ৩৩৫ মিনিট, শনিবার এমনটাই জানান কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি।

ইডির ওপর হামলার ঘটনায় শাহজাহান ঘনিষ্ঠ ৮ জনকে শনাক্ত করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি'র ওপর হামলার ঘটনায় শাহজাহান ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছে সিবিআই, অন্তত এমনটা খবর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে। শুধু তাই নয়, এই সব ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাথমিক ভাবে ৮ জনকে নোটিস ইস্যু করতে চলেছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। এই আটজনের নেতৃত্বে লোক জড়ো করা ও হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছিল, তদন্তে নেমে এমনই তথ্য হাতে পেয়েছেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। সঙ্গে এও জানা গেছে, ৫ জানুয়ারি ইডি অফিসাররা শাহজাহানের বাড়িতে পৌঁছনোর পর জিয়াউদ্দিনকে একাধিক বার ফোন করেন শাহজাহান।

সিবিআই সূত্রে খবর, শুক্রবার সড়বেড়িয়া এলাকায় বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এই রকম আট জন সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা অফিসাররা। সঙ্গে স্থানীয়দের কাছ থেকে এ খবরও মিলেছে এই আটজনই শাহজাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে খবর। এরমধ্যে সইফুদ্দিন মূলত শাহজাহানের বিভিন্ন ব্যবসা, ইট ভাটা, ভেড়িতে শ্রমিক যোগানের কাজ করেন। ওই দিন যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন বলেই তথ্য সিবিআইয়ের হাতে। সঙ্গে মিলেছে শাহজাহানের গাড়ি চালক মারুফ মীরের কথা। অভিযোগ, শাহজাহানের বাড়িতে ইডি অভিযানের খবর তৎক্ষনাৎ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ গ্রামের বেশ কয়েকজনকে পৌঁছে দিয়ে লোক জড়ো করেছিলেন। পুরো ঘটনা পরিচালনা করেছিলেন জিয়াউদ্দিন। এমনই তথ্য রয়েছে সিবিআইয়ের কাছে।

এদিকে সিবিআই আধিকারিকদের হাতে এসেছে সেদিনের বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজও। আর তা দেখেই এই আটজনের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে বলেও সিবিআই সূত্রে খবর। এসব বিষয়ে শাহজাহানকেও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। একদিন আগেই সন্দেশখালিতে হানা দিয়েছিল সিবিআইয়ের টিম। ইডি আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই ইডির দেওয়া তালা ভেঙে তল্লাশি চলে শাহজাহানের বাড়িতে। তল্লাশি চলে শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের বাড়িতেও।

নতুন করে সাজানো হল গড়িয়ার সেন্ট টেরেসা মেমোরিয়াল টিবি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, গড়িয়া: যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করার জন্য একাধিক গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এবার গড়িয়ার টিবি হাসপাতালকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হল। গড়িয়া টিবি হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল। বেসরকারি হাসপাতালকে টেক্কা দিতে এবার হাসপাতালকে সাজিয়ে তোলা হবে। গড়িয়ার সেন্ট টেরেসা মেমোরিয়াল টিবি হাসপাতালে তৈরি হল ঝাঁ চকচকে ওয়ার্ড। সাজিয়ে তোলা হয়েছে পুরো হাসপাতাল চত্বর। এক তলার ওয়ার্ডকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এরই পাশাপাশি বাড়ানো হল শয্যা সংখ্যাও। গড়িয়া টিবি হাসপাতালে আগে এই হাসপাতালে শয্যা ছিল ১৫০-এরও বেশি। এরপর তা কমে হয় ১২০। কারণ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। চারিদিকে নোংরা আবর্জনায় ভরে থাকত। যা যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর। দীর্ঘদিন ধরেই এই হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অভিযোগও উঠেছিল। কয়েক মাস আগেই হাসপাতাল সাজসজ্জার কাজ শুরু হয়। হাসপাতালের ভেতরে পুর উদ্যোগে তৈরি হয় নতুন তিনটি পার্ক। ফুল, ফল ও অন্যান্য গাছ সেগুলি সাজিয়েও তোলা হয়। সঙ্গে আলো দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা হাসপাতাল চত্বর। এছাড়াও একতলার ওয়ার্ডে ২০টি শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পুরসভার ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের এই হাসপাতালে রোগীদের সুস্থতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। প্রতিদিন যাতে হাসপাতাল পরিষ্কার রাখা হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা হাসপাতালের চেহারা পাল্টে দেওয়ার কারণে অনেকটাই খুশি রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

কিছুদিন আগেই যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে সাহায্য করার জন্য কলকাতায় নোডাল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। রাজ্যের টিবি সেলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সিএমআরআই হাসপাতালে এই কেন্দ্র চালু করা হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীদের স্থানান্তরিত করা বা সরকার দ্বারা সরবরাহকৃত ওষুধ বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কলকাতার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টিবি হাসপাতাল হল এই গড়িয়ার সেন্ট টেরেসা মেমোরিয়াল হাসপাতাল। সেটিকে সাজিয়ে তোলার পদক্ষেপ খুশি পুর এলাকার বাসিন্দারাও।

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ বৃদ্ধির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টির দিন আপাতত শেষ, এবার গরমের পালা। এ বার ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। তেমনটাই পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরেও আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা বাড়বে।

গত কয়েক দিন ধরে রাজ্যের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কম রয়েছে। রাতের দিকে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। এমনকী, দিনের বেশ কিছুটা সময়েও পাখা না চালিয়েই দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম। শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও ৩১.১ ডিগ্রির বেশি ওঠেনি। তা-ও স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিনে সকালের দিকের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বাড়বে তিন ডিগ্রির কাছাকাছি। আপাতত রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বত্র আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

সন্দেশখালিতে সোমবার সভা সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে পায়ের তলার মাটি আরও শক্ত করতে চলেছে সিপিআইএম। সূত্রে খবর, আগামী ১১ মার্চ সোমবার দুপুর আড়াইটেয় সন্দেশখালি থানার সামনে সভা করতে চলেছে সিপিআইএম। বামেদের ওই সভায় মূল বক্তা হিসাবে থাকবেন, দেবলীনা হেমব্রম, সুজন চক্রবর্তী, পলাশ দাশ, নিরাপদ সর্দার, মৃণাল চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই বসিরহাট জেলা পুলিশের কাছে থেকে অনুমতি মিলেছে বলে জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিআইএম নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, বসিরহাট এসপি বলেছেন যে আপনারা করুন। থানাকেও জানানো হয়েছে বলে দাবি সিপিআইএমের।

সিপিআইএমের দাবি, বিজেপি সন্দেশখালিতে মেরুকরণ করে আন্দোলন দুর্বল করতে চায়। বাম নেতারা বলছেন, আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার, সন্দেশখালি ঐক্যবদ্ধ থাকুক। আমরা সেখানে কোনও রাজনীতি করতে চাই না। ভোটে সংগঠনগত ভাবে যা করার করব। কিন্তু ওখানে মানুষ যে আন্দোলন করছে, যে বাস্তব ঘটনা ঘটেছে, তা বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই লাগাতার কর্মসূচি বলেই দাবি তাঁদের। শুধু সোমবার নয়, রবিবার, ১০ মার্চ ৯ টি লোকসভায় সন্দেশখালি নিয়ে সভা করবে সিপিআইএম। তার মধ্যে যাদবপুর, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদের মতো লোকসভা থাকতে পারে বলে খবর।

শ্বশুরবাড়ি ঢুকে স্ত্রীকে কোপালেন যুবক, শ্বশুর-শাশুড়িরও ছাড় নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: রাতের অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকেছিলেন জামাই। তার পর ভোজালি দিয়ে একে একে স্ত্রী, শ্বশুর এবং শাশুড়িকে কোপানোর অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে।

বেহালার পর্ণশ্রী এলাকার এই ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় তিন জনই এখন চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পর্ণশ্রী থানার বিজি প্রেস এলাকার একটি বাড়িতে শনিবার সকালে ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাতে শ্বশুরবাড়ির পাঁচিল দিয়ে উঠে ছাদের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন জামাই। শনিবার সকালে জামাইকে ঘরের মধ্যে দেখে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে স্ত্রীকে মারধর করছিলেন অভিযুক্ত। সেই সময় বাড়ির কর্তা এবং গিন্নি তাঁদের মেয়েকে ছাড়াতে গেলে জামাই তাঁদের উপর ভোজালি নিয়ে চড়াও হন বলে অভিযোগ।

প্রথমে অস্ত্র বার করে শ্বশুরের মাথায় কোপ মারেন জামাই। তার পর শাশুড়িকে কোপ দেন এবং শেষে স্ত্রীকেও ভোজালি দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। তিন জনের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে যান ওই বাড়িতে। অভিযুক্ত জামাইকে ধরতে যান প্রতিবেশীদের এক জন। অভিযোগ, তাঁকেও তখন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন অভিযুক্ত।

পরে অবশ্য বেশ কয়েক জন মিলে ওই যুবককে ধরে ফেলেন। প্রতিবেশীরা মিলে জামাইয়ের হাত-পা বেঁধে রেখে বসিয়ে রাখেন। পাশাপাশি জখম তিন জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে।

খবর দেওয়া হয় পর্ণশ্রী থানায়। পুলিশ এসে জামাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি ভোজালি উদ্ধার করেছে।

কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তিতে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নামে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কোভিডের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু সভাঘর বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। প্রবেশে জারি হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। আশ্রম এলাকা নোটিস দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, সেই সময় এক ফ্রিল্যান্স চিত্র সাংবাদিক ভবনের ছবি তুলতে গেলে বাধার মুখে পড়েন। বচসাও হয়। ওই ঘটনায় মুখ খুলেছিলেন বিদ্যুৎ। তারপরই তাঁর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয় শান্তিনিকেতন পুলিশ স্টেশনে। এফআইআর দায়ের করেছিলেন ওই চিত্র সাংসবাদিক। তিনি ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বলে খবর। এই এফআইআর-ই খারিজ হয়ে গেল হাইকোর্টে। বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের পর্যবেক্ষণ, যে সময় এফআইআর দায়ের হয়েছিল সেটার এখন কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সেই কারণেই শান্তিনিকেতন পুলিশ থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করে দেন বিচারপতি। আদালতের এই রায়ে যে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে বিদ্যুৎ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদিকে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত, নানা ইস্যুতে লাগাতার বিতর্কে জড়াতে দেখা গেছে বিদ্যুৎকে। এদিকে আবার কখনও পৌষ মেলা নিয়ে আবার কখনও অমর্ত্য সেনের সঙ্গে জমি মামলা নিয়ে বেড়েছিল সমস্যা। একাধিক বিষয়ে আশ্রমিক, রাজ্য সরকারের সঙ্গে মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল তাঁর। এমনকী তাঁর আমলে বিশ্বভারতীর বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষও দেখা গিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এমনকী দায়িত্ব থেকে সরার পরেও ফলক বিতর্কেও নাম উঠেছিল তাঁর। যা নিয়েও বিস্তর শোরগোল শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক থেকে নাগরিক মহলে।

রামমন্দির নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে ভাটপাড়ায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন আগে অযোধ্যার রামমন্দির নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে হুগলির তারকেশ্বর কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে। বিধায়কের সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এবং সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ভাটপাড়া নগরের তরফে উক্ত মিছিল কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় থেকে শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে ভাটপাড়া থানার কাছে শেষ হয়। থানার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভ শেষে তারা সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে ভাটপাড়া থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। পাশাপাশি রামমন্দির নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়ের নামে তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এদিনের মিছিলে হাজির ছিলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক রোহিত সাউ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ভাটপাড়া নগরের সহ-সম্পাদক সূর্যকান্ত প্রসাদ, বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, বিজেপির ভাটপাড়া মণ্ডল-১ সভাপতি সুমিত চক্রবর্তী প্রমুখ। মিছিলে যোগ দিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক রোহিত সাউ বলেন, শাসকদলের একজন বিধায়ক রামমন্দির নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। সেই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। অপরদিকে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, সম্প্রতি তারকেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক বলেছেন রামমন্দির একটা শোপিস। ওখানে পুজো দিতে যাবেন না। বিধায়কের এহেন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি। পাশাপাশি ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার দাবিও জানাচ্ছি।

শিব চতুদর্শী উপলক্ষ্যে নিমতলা ভূতনাথ মন্দিরে ভক্তদের ঢল। ছবি: অদিতি সাহা

নারদা কাণ্ডে জেল খাটার প্রসঙ্গে এবার প্রশ্ন তুলে দিলেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি নারদা-কাণ্ড প্রসঙ্গে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন বিচারপতি তথা সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। নারদা কাণ্ড প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতির দাবি, এটি একটি চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আদৌ, এই কাণ্ডটির কোনও যথার্থতা আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহও প্রকাশ করেন তিনি। প্রাক্তন বিচারপতির এই বক্তব্যের রেশ ধরেই এবার বিষয়টি নিয়ে সরব হতে দেখা গেল রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, 'আমি কেন জেল খাটলাম? তাহলে আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছিল।'

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন বিচারপতি বিজেপিতে যোগদান করার আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি পদ্মশিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন। এরপরই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, নারদা কাণ্ডে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম জড়িয়ে রয়েছে, তাঁকে কীভাবে সতীর্থ করছেন তিনি তা নিয়ে। তারই উত্তর দিতে গিয়ে অভিজিৎ বলেছিলেন, 'প্রথমত বলতে চাই নারদা কাণ্ড একটি চক্রান্ত। অ্যালকেমিস্ট বলে একটি কোম্পানিকে কাজে লাগিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। এটা কোনও স্টিং অপারেশনই নয়। ওই ভদ্রলোককে ব্যবহার করে করা হয়েছিল।'

প্রাক্তন বিচারপতির এই বক্তব্যের পরই কার্যত সরব হন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ। তিনি বলেন, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার জেল খাটা বেআইনি। এতে প্রমাণিত হল আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছিল।' এরই পাশাপাশি ফিরহাদের সংযোজন, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যা বোঝানোর বুঝিয়ে দিলেন। আমি তো প্রশ্ন তুলবই তাহলে শুধু শুধু কেন আমাকে ফাঁসানো হল? আমি তো হাতে টাকা নিইনি। ক্লাবের ছেলেরা টাকা নিয়েছে।'

উল্লেখ্য, এই নারদা-কাণ্ডে রাজ্যের ১৩ জন প্রভাবশালী মন্ত্রী, নেতা, পুলিশ কর্তার নাম জড়িয়েছিল। স্টিং অপারেশনের ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন ম্যাথু স্যামুয়েল। অভিযুক্তের তালিকায় ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, মুকুল রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদ। এই ঘটনায় ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে কয়েকদিন জেলেও থাকতে হয়। এবার সেই ঘটনাকেই সামনে আনলেন মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

TENDER NOTICE

E Tender is invited through on-line Bid System vide **NIeT No: - 12/3rd Call/ Rampara-II GP/2023-24, With Vide Memo No. 102/Ram-II GP/ 2023-24** Dated: - **07-03-2024,** The Last date for online submission of tender is **16/03/ 2024 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for different development works vide **NIT No.: 08/CAGP/24, Date: 05/03/2024.** Bid Submission Closing Date: **12/03/2024 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date: **15/03/2024 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	47/5TH FC/SPGP/2024	CONSTRUCTION OF DRAIN UNDER GP AREA	Rs 449270.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars Date & Hours	
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	10/03/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	16/03/2024 at 11:30 AM
3	Earnest money depositing end date & time	16/03/2024 at 11:30 AM
4	Bid opening date & time	18/03/2024 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

অ্যান্ডারসনের মাইলফলকের দিনে অশ্বিনের রেকর্ড, ইনিংস ব্যবধানে হার ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেন ওয়ার্ন ও মুত্তিয়া মুরালিধরন যে টেস্টে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন, সেই টেস্ট জিতেই মাঠ ছেড়েছিল তাঁদের দল অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা। কিন্তু জেমস অ্যান্ডারসনের ভাগ্যে তা জুটল না। ধর্মশালায় অ্যান্ডারসনের ৭০০ উইকেট ছোঁয়ার দিনেই ভারতের কাছে ইনিংস ও ৬৪ রানে হারল তাঁর দল ইংল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ২১৮ রানের জবাবে ভারত আজ অলআউট হয় ৪৭৭ রানে। ২৫৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ইংল্যান্ড গুটিয়ে যায় ১৯৫ রানে। সফরকারীদের ইনিংস ব্যবধানে হারাতে বড় অবদান নিজের ১০০তম টেস্ট খেলতে নামা রবিচন্দ্রন অশ্বিনের।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। টেস্টের এক ইনিংসে এ নিয়ে ৩৬ বার ৫ উইকেট নিলেন এই স্পিনার, যা ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। তিনি ছাড়িয়ে গেছেন অনিল কুম্বলেকে (৩৫ বার)। এর পাশাপাশি আরেকটি কীর্তিও গড়েছেন অশ্বিন। মুরালিধরন, ওয়ার্ন ও কুম্বলের পর চতুর্থ বোলার হিসেবে নিজের ১০০তম টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন তিনি।

ভারত বিশাল লিড নেওয়ার পরেই ম্যাচের ফল অনুমান করা গিয়েছিল। ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫০ রানের বেশি ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে ইংল্যান্ড একবিংশ শতাব্দীতে তো নয়ই; বিংশ শতাব্দীতেও কোনো টেস্ট জিততে পারেনি। এত ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ইংলিশরা টেস্ট জিতেছিল একবারই; ১৮৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে। ১৩০ বছর আগের কীর্তি ধর্মশালায় ফেরাতে পারেনি ইংল্যান্ড।

৮ উইকেটে ৪৭৩ রান নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করতে নামা ভারত আর ৪ রান যোগ করতেই গুটিয়ে গেছে। কুলদীপকে আউট করে ৭০০তম উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছেন অ্যান্ডারসন। বুমরাকে ফিরিয়ে ছোট্ট টেস্ট ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার ইনিংসে ৫ উইকেট পূর্ণ করেছেন শোয়েব বশির।

দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই আসা,যাওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা। জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ;টপ অর্ডারের তিনজনকেই ফেরান অশ্বিন। তাঁর মতো জনি বেয়ারস্টোরও এটি ১০০তম টেস্ট। তবে নিজের বিশেষ ম্যাচটা রাঙাতে পারেননি বেয়ারস্টো। প্রথম ইনিংসে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ১৮ বলে ২৯ রানে আউট হয়েছিলেন, আজও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে গিয়ে ৩১ বলে ব্যক্তিগত ৩৯ রানে ফিরেছেন। দুই ইনিংসেই তাঁর 'ঘাতক' কুলদীপ। রুট,বেয়ারস্টোর ৫৬ রানের জুটি ভাঙার পর ইংল্যান্ডকে জোড়া আঘাত দেন অশ্বিন। দুই 'বেন' স্টোকস ও ফোকসকে বোল্ড করে ক্যারিয়ারে ৩৬তম বারের মতো ইনিংসে ৫ উইকেটের কীর্তি গড়েন।

প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের সব উইকেট নিয়েছিলেন ভারতের স্পিনাররা। দ্বিতীয় ইনিংসও পুরোপুরি স্পিনারদের হতে যাচ্ছিল। তবে বুমরা তা হতে দেননি। একই ওভারে টম হার্টলি আর মার্ক উডকে ফেরান বুমরা। ভারতের এই তারকা ফাস্ট বোলার দুজনকেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন। এরপর বশিরকে বোল্ড করেন জাদেজা।

ইনিংস হার সময়ের ব্যাপার ধরে নিয়ে রুট এরপর নিজের ৩২তম টেস্ট সেঞ্চুরির জন্য খেলতে থাকেন। কিন্তু তাতেও সফল হতে পারেননি। কুলদীপ তাঁকে আউট করে ভারতকে প্রত্যাশিত জয় এনে দেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও হয়েছেন কুলদীপ। ৯ ইনিংসে ৭১২ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন যশস্বী জয়সোয়াল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ২১৮ ও ৪৮.১ ওভারে ১৯৫ (রুট ৮৪, বেয়ারস্টো ৩৯, হার্টলি ২০, পোপ ১৯, বশির ১৩; অশ্বিন ৫/৭৭, বুমরা ২/৩৮, কুলদীপ ২/৪০, জাদেজা ১/২৫)

ভারত ১২৪.১ ওভারে ৪৭৭ (গিল ১১০, রোহিত ১০৩, পাড়িক্কাল ৬৫, জয়সোয়াল ৫৭, সরফরাজ ৫৬; বশির ৫/১৭৩, অ্যান্ডারসন ২/৬০, হার্টলি ২/১২৬, স্টোকস ১/১৭)

ফল ভারত ইনিংস ও ৬৪ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ কুলদীপ যাদব (ভারত)।

ম্যান অব দ্য সিরিজ যশস্বী জয়সোয়াল (ভারত)।

সিরিজ ৫ ম্যাচের সিরিজে ভারত ৪,১ ব্যবধানে জয়ী।

ওয়ার্ন-মুরলির পর অ্যান্ডারসনের ৭০০

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেন ওয়ার্ন ও মুত্তিয়া মুরালিধরনের পর প্রথম বোলার এবং ইতিহাসের প্রথম পেসার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৭০০ উইকেট পেয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন। আজ ভারতের বিপক্ষে ধর্মশালা টেস্টের তৃতীয় দিন কুলদীপ যাদবকে আউট করে অনন্য এ মাইলফলক স্পর্শ করলেন ইতিহাসের সফলতম পেসার।

৬৯৮ উইকেট নিয়ে ধর্মশালা টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন অ্যান্ডারসন। গতকাল দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশনে শুবমান গিলকে বোল্ড করে পৌঁছে যান ৬৯৯ উইকেটে। আজ কুলদীপকে দুর্দান্ত এক অফ-কাটারে বিভ্রান্ত করে নিজের ৭০০তম উইকেটটি নেন ইংলিশ পেসার।

অ্যান্ডারসনের অফ-কাটার কুলদীপের ব্যাট ছুঁয়ে বল চলে যায় উইকেটকিপার বেন ফোকসের গ্লাভসে। সঙ্গে সঙ্গেই সতীর্থরা মাঠের চারদিক থেকে ছুটে এসে অভিনন্দন জানান অ্যান্ডারসনকে। এরই এক ফাঁকে যে বলটি দিয়ে ৭০০তম উইকেটটি নিয়েছেন, সেটি উঁচিয়ে ধরেন তিনি। গ্যালারিতে থাকা দর্শক-সমর্থকদের দিকে বলটি দেখান অ্যান্ডারসন। ধর্মশালার গ্যালারির দর্শক সারিতে ছিলেন তাঁর বাবা-মাও।

৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁতে মুরালিধরনের লেগেছিল ১১৩ টেস্ট। ওয়ার্ন মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন নিজের ১৪৪তম ম্যাচে। অ্যান্ডারসনের লাগল ১৮৭ ম্যাচ। ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় সবার ওপরে ৮০০ উইকেট নেওয়া মুরালিধরন। ৪১ বছর বয়সী অ্যান্ডারসনের সামনে এখন ৭০৮ উইকেট নেওয়া ওয়ার্ন।

টেস্ট ক্রিকেটে ৭০০ উইকেটের ক্লাবের গোড়াপত্তন করেন প্রয়াত কিংবদন্তি ওয়ার্ন। ২০০৬ সালে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে এই কীর্তি গড়েন অস্ট্রেলিয়ান লেগ স্পিনার। বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিন ২৬ ডিসেম্বর ওয়ার্ন ৭০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছান ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসকে আউট করে।

ওয়ার্নের ৭০০ উইকেটের ক্লাবে মুরালিধরন নাম লেখান পরের বছরের জুলাইয়ে। মুরালিধরন এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন দেশের মাটিতে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ক্যান্ডি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ ব্যাটসম্যান সৈয়দ রাসেলকে আউট করে ৭০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছান মুরালি।

টেস্টে ৭০০ উইকেট

উইকেট	বোলার	ম্যাচ
৮০০	মুরলিধরন	১১৩
৭০৮	শেন ওয়ার্ন	১৪৪
৭০০*	জেমস অ্যান্ডারসন	১৮৭

মুরালির সেই কীর্তি গড়ার প্রায় ১৭ বছর পর টেস্ট ক্রিকেটের ৭০০ উইকেট ক্লাব তৃতীয় সদস্য পেল। একদিক থেকে অ্যান্ডারসন আবার এই মাইলফলকে প্রথম। তাঁর আগে যে কোনো পেসার গড়তে পারেননি এমন কীর্তি। পেসারদের মধ্যে টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট তাঁরই স্বদেশি স্টুয়ার্ট ব্রডের। ১৬৭ টেস্টে ৬০৪ উইকেট নিয়েছেন সাবেক হয়ে যাওয়া এই ইংলিশ ফাস্ট বোলার।

আরেকটি দিক থেকেও অনন্য অ্যান্ডারসন। ৪১ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। ওয়ার্ন ও মুরালির দুজনেই ৭০০ উইকেট পেয়েছেন ৪০ বছরের কম বয়সে।

৭০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছানো ম্যাচে জিতেছিলেন ওয়ার্নের অস্ট্রেলিয়া ও মুরালির শ্রীলঙ্কা। অ্যান্ডারসনের ইংল্যান্ড কি পারবে? আপাতত সেরকম মনে হচ্ছে না।

ধর্মশালায় প্রথম ইনিংসে ভারতের চেয়ে ২৫৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে এই প্রতিবেদন লেখার সময় ৩৪ রান তুলতেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে ইংল্যান্ড। আপাতত ইনিংস হার এড়ানোটাই ইংলিশদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

রিশাদ-ঝড়ের পরেও সিরিজ হার বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নুয়ান তুষারা বাংলাদেশ দলের ব্যাটসম্যানরা এ নামটি নিশ্চয়ই মনে রাখতে চাইবেন না। ২৯ বছর বয়সী এই লঙ্কান পেসার মানেই স্লিঙ্গি অ্যাকশনের দুঃস্বপ্ন। তুষারা মানেই ফুল লেংথ ও লেট আউটসুইং। তুষারা মানেই ইয়র্কার। তুষারা মানেই ভাঙা স্টাম্পের নাচন।

আজ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে হয়তো এই দৃশ্যগুলোই বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের চোখে ভাসছে। অথচ লঙ্কানদের প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারানোর আশা নিয়ে আজ খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ দল। কিন্তু লঙ্কানদের করা ৭ উইকেটে ১৭৪ রানে আটকানোর পর রান তাড়ায় যা হলো তা এককথায় অবিশ্বাস্য।

আর অবিশ্বাস্য কীর্তির নায়ক একজনই;নুয়ান তুষারা। মাত্র ৭টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা এই লঙ্কান পেসার আজকের ম্যাচে সুযোগ পেয়েছেন মাতিসা পাতিরানার চোটে। সেই 'বিকল্প' পেসার আজ তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে করলেন হ্যাটট্রিকসহ মেডেন! সেই এক ওভারেই ভেঙে যায় বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। তিনি শেষ পর্যন্ত ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাঁর অবিশ্বাস্য বোলিং পারফরম্যান্সের পরও বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত সব উইকেট হারিয়ে করেছে ১৪৬ রান।

হারের ব্যবধানটা কমে ২৮ রানের হওয়ায় ধন্যবাদ পাবেন রিশাদ হোসেন। আটে নেমে তিনি খেললেন ৩০ বলে ৫৩ রানের ঝোড়ো এক ইনিংস। বাংলাদেশকে ১০০-এর নিচে অলআউট হওয়া থেকে রক্ষা করেছে তাঁর সেই ইনিংস। এই জয়ে লঙ্কানরা টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল ২-১ ব্যবধানে।

রান তাড়ার শুরুতেই লিটন দাসের উইকেট হারিয়ে বসে বাংলাদেশ। চোটের কারণে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের বদলি হিসেবে বোলিংয়ে আসা ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার করা প্রথম বলেই লেগের দিকে খেলতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন লিটন (৭)। এরপরই 'তুষারা-শো'র শুরু । ইনিংসের তৃতীয় ওভারে তাঁর ছয়টি বল ছিল এমন;ডট, বোল্ড (নাজমুল হোসেন), বোল্ড (তাওহিদ হৃদয়), এলবিডব্লু (মাহমুদউল্লাহ), ডট, ডট।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ষষ্ঠ বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন তুষারা। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্রেট লির হ্যাটট্রিক ছিল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ইতিহাসেই প্রথম। এরপর বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক পেয়েছেন লাসিথ মালিঙ্গা, দীপক চাহার, নাথান এলিস ও করিম জানাত। সর্বশেষ সে তালিকায় যুক্ত হলেন তুষারা। যাঁর অ্যাকশনও মালিঙ্গার মতোই। এ তো গেল তুষারার প্রথম ওভারের কথা। পরের ওভারে এসে স্টাম্প ওড়ালেন সৌম্য সরকারের। এক ওভার আগেই সতীর্থদের বোল্ড হওয়ার দৃশ্য নন স্ট্রাইকে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সৌম্য। কী সামলাতে হবে তা জেনেও কিছু করতে পারেননি এই বাঁহাতি। টপ অর্ডারের একমাত্র তিনিই আউট হওয়ার আগে দুই অঙ্কের (১০ বলে ১১ রান) ঘরে যেতে পেরেছেন। স্পেলের প্রথম ২ ওভার শেষে তুষারার বোলিং বিশ্লেষণ ছিল এমন; ২ ওভারে ২ রানে ৪ উইকেট, ডট বল ১০টি। বাংলাদেশের রান তখন ৪ উইকেটে ২৫ রান।

ম্যাচের গল্পটা সেখানেই শেষ। ছুটির দিনে খেলা দেখতে আসা দর্শকেরা একটু একটু করে মাঠ ছাড়তে শুরু করেন তখন থেকেই। যাঁরা শেষ পর্যন্ত মাঠে ছিলেন, তাঁদের বিনোদন দিয়েছে রিশাদের ছক্কা-বৃষ্টি। শেখ মেহেদী হাসানকে (২০ বলে ১৯) নিয়ে লড়ছিলেন তিনি। থিতু হওয়ার পর নিজের পাওয়ার হিটিং সামর্থ্য দেখালেন রিশাদ। টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭ ছক্কায় রেকর্ড গড়ে করলেন ৩০ বলে ৫৩ রান। তাঁর ১৭৩ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ছিল না কোনো চার। তাসকিনের ২১ বলে ৩১ রানও বাংলাদেশের রানটাকে ১৪৬-এ নিতে সাহায্য করেছে।

লঙ্কানদের ইনিংসটি এগিয়েছে অদ্ভুত গতিতে। তাদের পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভারের ব্যাটিং ভালো হয়নি। কিন্তু মাঝের ওভারে রান এসেছে তরতরিয়ে। সে দায়টা অবশ্য বাংলাদেশ দলের বোলার ও ফিল্ডারদেরই। তবে শরীফুল ইসলাম ও তাসকিন আহমেদের বোলিং তাদের পাওয়ার প্লেতে হাত খুলতে দেয়নি। উল্টো উইকেট হারিয়ে আভিস্কা ফার্নান্ডোর জায়গায় সুযোগ পাওয়া ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার উইকেট হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। শরীফুলের বলে টানা তিন বলে এলবিডব্লুর আবেদন থেকে রক্ষা পেলেও তাসকিনের বলে চতুর্থ ওভারে মিড উইকেটে ক্যাচ তোলেন ধনাঞ্জয়া (১২ বলে ৮ রান)। পাওয়ারপ্লেতে লঙ্কানদের ১টি উইকেটই নিতে পেরেছে বাংলাদেশ। তবে রান দিয়েছে মাত্র ৪১, আরেকটু আঁটসাঁট বোলিং করলে সংখ্যাটা আরও কম হতে পারত। প্রথম ছয় ওভারেই বাংলাদেশের অতিরিক্ত রান ৮। লঙ্কানদের রানের চাকা থমকে ছিল ইনিংসের নবম ওভার পর্যন্ত।

আজ ডার্বিতে নামার আগেই প্লে-অফ নিশ্চিত হতে পারে মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজ কলকাতা ডার্বি। কারা জিতবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছেই। খাতায়-কলমে এগিয়ে মোহনবাগান। তবে চমকে দিতে পারে ইস্টবেঙ্গলও। সব ছাপিয়ে এই ম্যাচও ড্র হবে না তো? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে রবিবারই। মোহনবাগান সমর্থকেরা এটা ভেবে খুশি হতে পারেন যে, কলকাতা ডার্বিতে নামার আগেই আইএসএলের প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলতে পারে সবুজ-মেরুন।

গত রবিবারের মতো আগামী রবিবারও যদি ড্র হয়, তা হলে এক পয়েন্ট পেয়ে প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত করে ফেলবে মোহনবাগান। অঙ্কের হিসাব তেমনই। তবে রবিবার ডার্বিতে নামার আগেই সবুজ-মেরুন বাহিনীর প্লে-অফে জায়গা পাকা হয়ে যেতে পারে। সেটা কী ভাবে সম্ভব?

পয়েন্ট তালিকার যা অবস্থা তাতে মোহনবাগানের আপাতত রয়েছে ৩৩ পয়েন্ট। বাকি সব ম্যাচে জিতলেও জামশেদপুর এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড, পঞ্জাব এফসি, ইস্টবেঙ্গল ও হায়দরাবাদ এফসি-র পক্ষে ৩৩ পয়েন্টে পৌঁছনো সম্ভব না। তবে চেন্নাইয়িন এফসি (১৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট) ও বেঙ্গালুরু এফসি-র পক্ষে (১৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট) খাতায় কলমে ৩৩ পয়েন্টে পৌঁছনো সম্ভব। তা ছাড়া, মোহনবাগানের সঙ্গে এই দুই দলের হেড-টু-হেড রেকর্ড এখনও নির্ধারিত হয়নি। শনিবার যদি হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে পয়েন্ট হারায় চেন্নাইয়িন, সে ক্ষেত্রে তারা ষষ্ঠ দল হিসাবে এই মরশুমে আর মোহনবাগানকে ছুঁতে পারবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তখন শেষ ছয়ে ঢুকে পড়বে মোহনবাগান। শনিবারের ফল সে রকম না হলে কী হবে? অঙ্ক বলছে, রবিবার ডার্বিতে ড্র করলেই প্লে-অফে জায়গা পাকা করে নিতে পারে সবুজ-মেরুন শিবির। এই মুহূর্তে লিগ টেবলে চারটি দলের সর্বোচ্চ ৩৩ পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মোহনবাগানের পয়েন্টও এখন ৩৩। তারা যদি ডার্বিতে এক পয়েন্ট নিয়ে ৩৪-এ পা দেয়, তা হলে আর তাদের পরের দলগুলির পক্ষে মোহনবাগানের নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে না। ফলে মোহনবাগানের প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হয়ে যাবে।

ইসরায়েলকে নিষেধাজ্ঞা দেবে না আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংসতায় প্রতিবাদমুখর বিশ্ব। খেলার জগৎও এর বাইরে নয়। অনেকেই গাজায় নির্যাতনের শিকার ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেউ কেউ ইসরায়েলকে ক্রীড়াঙ্গনে নিষিদ্ধের দাবিও তুলেছেন।

তবে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) গতকাল জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ইসরায়েলকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। সংস্থাটি মনে করে, গাজায় ইসরায়েল,ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব আর রাশিয়া,ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাই রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করা হলেও ইসরায়েলকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে না।

গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক প্রস্তুতির সর্বশেষ অবস্থা জানতে তিন দিনের সফরে প্যারিসে গিয়েছেন আইওসির সমন্বয় কমিটির প্রধান পিয়েরে-অলিভিয়ের বেকার্স-ভিউজা। কাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'এই মুহূর্তে (ইসরায়েলের ওপর) নিষেধাজ্ঞার দাবি অগ্রহণযোগ্য।'

রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও কেন ইসরায়েলকে নয়, সেটার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন বেকার্স-ভিউজা, 'আইওসি প্রাথমিকভাবে রাশিয়াকে এবং তারপর রাশিয়ান অলিম্পিক কমিটিকে (আরওসি) যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, সেটার কারণ খুবই স্পষ্ট। আগে রাশিয়া এবং সম্প্রতি আরওসি অলিম্পিক সনদের অপরিহার্য অংশগুলোর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। ফিলিস্তিন অলিম্পিক কমিটি বা ইসরায়েল অলিম্পিক কমিটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সে রকম নয়। তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহাবস্থানে আছে। তাই এটা একদম পরিষ্কার যে দুটি পরিস্থিতি ভিন্ন।'

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরু হয়। যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষ নেয় বেলারুশ। যুদ্ধ শুরুর চার দিন পরই রাশিয়া ও বেলারুশকে সব ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দিতে এবং দেশ দুটিতে আসন্ন ইভেন্টগুলো বাতিল করতে আইওসি সব আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ফেডারেশনকে আহ্বান জানায়। গত বছরের অক্টোবরে আরওসিকে নিষেধাজ্ঞা দেয় আইওসি। নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলেটেরা নিজ দেশের পতাকা ছাড়া শুধু একক ইভেন্টে অংশ নিয়ে আসছেন।

প্যারিস অলিম্পিকে রাশিয়ার ৮ এবং বেলারুশের ৩ জন অ্যাথলেট স্বতন্ত্র হিসেবে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে ধারণা আইওসির। যদিও রাশিয়া নিজেরাই প্যারিস অলিম্পিক বর্জনের ডাক দেবে বলে গুঞ্জন আছে।

গত বছরের অক্টোবরে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা শুরুর পর কয়েকজন ফিলিস্তিনি কর্মী এবং ফ্রান্সের বেশ কয়েকজন বামপন্থী সংসদ সদস্য ইসরায়েলকে প্যারিস অলিম্পিকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দাবি জানান। তবে আইওসির সমন্বয় কমিটির প্রধান বেকার্স-ভিউজার আগে সংস্থাটির সভাপতি টমাস বাখও জানান ইসরায়েলকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে না, বরং দেশটির অ্যাথলেটদের জন্য প্যারিস অলিম্পিকে বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকবে। সবাইকে সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ারও আহ্বান জানান বাখ। অলিম্পিক চলাকালীন ইসরায়েলকে একবার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ফিলিস্তিনি চরমপন্থীরা ১১ ইসরায়েলি প্রতিনিধিকে হত্যা করে।

উইলিয়ামসন-সাউদির টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হেনরির তোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিয়ারের ১০০তম টেস্ট খেলতে নামা কেইন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদির প্রথম দিনটা ভালো কাটেনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের প্রথম ইনিংসে কাল উইলিয়ামসন আউট হন ১৭ রান করে, সাউদি ৮ ওভার বল করে ছিলেন উইকেটশূন্য। তবে আজ তাঁরা দুজন দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, ঘুরে দাঁড়িয়েছে নিউজিল্যান্ডও।

অস্ট্রেলিয়ানদের ২৫৬ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয় দিন শেষে কিউইরা ২ উইকেট হারিয়ে তুলেছে ১৩৪, এগিয়ে আছে ৪০ রানে। উইলিয়ামসন দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ৫১ রান, ওপেনিংয়ে নামা টম ল্যাথাম অপরাজিত আছেন ৬৫ রানে। দিনের শেষ সেশনে ল্যাথামকে দারুণ সঙ্গ দিয়েছেন রাচিন রবীন্দ্র (১১*)।

সাউদি একটিমাত্র উইকেট পেয়েছেন। তবে উইকেটটিকে 'বড় মাছ শিকারের' সঙ্গেই তুলনা করতে হয়। সেঞ্চুরির পথে থেকে নিউজিল্যান্ডের জন্য কাঁটা হয়ে ছিলেন মারনাস লাবুশেন। ব্যক্তিগত ৯০ রানে থাকতে তাঁকে আউট করেছেন সাউদি। তবে ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে দ্বিতীয় দিনের নায়ক উইলিয়ামসন কিংবা সাউদি নন; ম্যাট হেনরি। ক্রাইস্টচার্চেরই সন্তান হেনরি কাল উসমান খাজা, ক্যামেরুন গ্রিন ও ট্রাভিস হেডকে আউট করে বড় কিছুর আভাস দিয়ে রেখেছিলেন। আজ উইকেট নিয়েছেন আরও ৪টি। তাঁর তোপেই প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার লিড তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেনি। ৩২ বছর বয়সী হেনরি ৭ উইকেট নিয়েছেন ৬৭ রানে।

টেস্টের এক ইনিংসে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেরা বোলিং। ক্যারিয়ারসেরা বোলিং (৭/২৩) করেছিলেন ক্রাইস্টচার্চেই, ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। নিউজিল্যান্ড কাল ১৬২ রানে অলআউট হওয়ার পর ৩৬ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৪ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। লাবুশেনের সঙ্গে ছিলেন 'নাইট ওয়াচম্যান' নাথান লায়ন। ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে আগের টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও লায়নকে 'নাইট ওয়াচম্যানের' ভূমিকায় ব্যাটিং লাইনআপের চারে পাঠানো হয়। ওই ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার দলীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান করেছিলেন লায়ন।

বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং করছিলেন লায়ন। লাবুশেনের সঙ্গে তাঁর ৫১ রানের জুটিটাও বেশ জমে গিয়েছিল। তবে ব্যক্তিগত ২০ রানে লায়নকে আউট করে দিনের প্রথম ব্রেক থ্রু এনে দেন হেনরি। নিজের পরের ওভারেই ফেরান মিশেল মার্শকে (০)। এরপর অ্যালেক্স ক্যারিকেও (১৪) বেশিক্ষণ টিকতে দেননি গ্লেন ফিলিপস। তখন মনে হচ্ছিল, অস্ট্রেলিয়াকে হয়তো দ্রুতই গুটিয়ে দেবে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু মিচেল স্টার্ককে নিয়ে সেঞ্চুরির পথে এগোতে থাকেন লাবুশেন। অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহও ২০০ ছাড়িয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার লিড বাড়তে দেখে সাউদি নিজেই দিনের দ্বিতীয় স্পেল করতে আসেন। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক সফলও হন। গালিতে

দাঁড়ানো ফিলিপস ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাবুশেনের দেওয়া ক্যাচটি নেন। এরপরও অস্ট্রেলিয়া ২৫০-এর গণ্ডি পেরিয়েছে স্টার্ক আর অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ব্যাট হাতে দারুণ ভূমিকা রাখায়। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার পাঁচজন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন ২০-এর ঘরে।

৯৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতেই উইল ইয়াংকে হারায় নিউজিল্যান্ড। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে স্টার্কের বলে উইকেটের পেছনে ক্যারিকে ক্যাচ দেন ইয়াং। এরপর লম্বা সময় কিউইদের আর ক্ষতি হতে দেননি ল্যাথাম-উইলিয়ামসন। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তাঁরা ১০৫ রান যোগ করতে দিনটা নিজেদের করে নেওয়ার আভাষ দিচ্ছিলেন। কিন্তু দিনের প্রায় ১২ ওভার বাকি থাকতে উইলিয়ামসনকে বোল্ড করেন কামিন্স। এরপর রবীন্দ্রকে নিয়ে বাকিটা সময় ভালোভাবেই পার করে দিয়েছেন ল্যাথাম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ১৬২ ও ৫০ ওভারে ১৩৪/২
(ল্যাথাম ৬৫*, উইলিয়ামসন ৫১, রবীন্দ্র ১১*, ইয়াং ১; কামিন্স ১/২১, স্টার্ক ১/৩৯)

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ৬৮ ওভারে ২৫৬
(লাবুশেন ৯০, স্টার্ক ২৮, গ্রিন ২৫, কামিন্স ২৩, হেড ২১, লায়ন ২০; হেনরি ৭/৬৭; ফিলিপস ১/১৪, সাউদি ১/৬৮, সিয়ার্স ১/৭১)

২য় দিন শেষে

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**